সমন্বয়©

সমন্বয় ৮৮ তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২)

তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার ও আইন সংশোধন জরুরি

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত
কক্সবাজারে দুই দিনব্যাপী মেয়র সম্মেলন
বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সভা
তামাকের ব্যবহার অর্ধেক কমিয়ে আনা সম্ভব: বাণিজ্যমন্ত্রী
চুয়াডাঙ্গায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন শীর্ষক মতবিনিময় সভা
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানি
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাধাগ্রস্ত করতে বেপরোয়া কোম্পানি
গণমাধ্যমকে বিভ্রান্ত করছে তামাক কোম্পানি
'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন: বিশেষজ্ঞ ভাবনা' শীর্ষক অনলাইন টকশো
"পাবলিক বাস ও বাস টার্মিনালে পরোক্ষ ধূমপান নিয়ন্ত্রণে করণীয়" শীর্ষক টকশো
তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং জরুরি
অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণার তালিকা হস্তান্তর
শ্রমিক সংগঠন নেতৃবৃন্দ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পরিবহন চায়
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গণপরিবহণ চালকদের প্রশিক্ষণ
কালকিনিতে ধূমপান ও তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
স্থানীয় সরকার গাইডলাইন বাস্তবায়নে কর্মশালা
কুড়িগ্রামকে তামাকমুক্ত করতে জেলা প্রশাসনের কর্মশালা
টাঙ্গাইলে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট
খুলনা জেলা প্রশাসনকে অভিনন্দন
তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক ব্যানার পুন:স্থাপন

প্রবন্ধ

তামাক শিল্প ও বাণিজ্য
নীতি সুরক্ষায় তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার জরুরি
তরুণ সমাজের নতুন হুমকী ই- সিগারেট বন্ধের সম্ভাব্য উপায়
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ, কোম্পানির অপকৌশল

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য
হেলাল আহমেদ
আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
ফোন: +৮৮ ০১৯৭৭০১৪৪১২

সম্পাদকীয়

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন

তামাকের সার্বিক ক্ষতি বিবেচনায় আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আলোকে সরকার "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান আইনটি আরো শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি পুন:সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খসড়া প্রস্তাবনায় যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, তামাকজাত দ্রব্যের লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন , ধূমপানের এলাকা (ডিএসএ) নিষিদ্ধকরণ, তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর কর্মসূচি নিষিদ্ধকরণ।

খুচরা সিগারেট ও তামাক কেনার সুবিধা থাকার কারণে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের গায়ে প্রদানকৃত ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কাজে লাগছে না। এছাড়াও সিগারেট কোম্পানিগুলো এবং বিক্রেতারা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখিত মূল্যের তুলনায় বেশি দামে বিক্রি করছে। যাতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে জর্দা এবং সাদাপাতার খুচরা বিক্রয় ও প্রাপ্যতা সহজ হওয়ায় ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যকেও স্ট্যান্ডার্ট প্যাকেজিং ও করজালের আওতায় আনতে হবে।

লাইসেন্সিং ব্যবস্থা যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণিত। তামাক কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী বাজার তৈরি করা। যার কারণে কোম্পানিগুলো কিশোর এবং তরুণদের নানা কৌশলে ধূমপানে আসক্ত করে তুলছে। তামাক একটি ক্ষতিকারক দ্রব্য এবং যে কোন ক্ষতিকর দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স গ্রহণের বিধান নতুন নয়। এমনকি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাতেও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করা আছে। লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু হলে সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে এবং রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা সহজ হবে। এছাড়া, তামাকজাত দ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে তামাকের ব্যবহার খুব দ্রুতই কমে আসবে। স্বল্প আয়ের মানুষ যারা বিড়ি-সিগারেট-জর্দা-গুল বিক্রি করে তারা এর পরিবর্তে খাদ্যসামগ্রী অথবা নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু বিক্রয় করে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে।

সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো আইন লংঘন করে নিজেদের নাম ও লোগো প্রচারণা করছে। রক্তদান কর্মসূচি, বনায়ন ইত্যাদি নানা সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণের কাছে নিজেদের ইতিবাচক ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেইসাথে সরকারের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে বড় ধরণের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তৈরী করছে। সিএসআর এর নামে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো সর্বদা মিডিয়াতে থাকার প্রতিযোগীতায় মেতেছে। একারনেই তামাক কোম্পানি কর্তৃক সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ করা জরুরী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রয়োজন জনসচেতনতার পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনগুলো অনুমোদনের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে বেগবান করা এবং দেশকে তামাকমুক্ত করার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত

সমস্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৮৭ সালে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয় বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে প্রথম ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করা হয় যা ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। তামাক কোম্পানিগুলো বার বার আইন লংঘন করছে। তথাপি সরকার নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণকে এগিয়ে নেবার প্রয়াস চালাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। উক্ত প্রত্যয় অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বর্তমান আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় আইনটির খসড়া প্রণয়ন করেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানি নানাভাবে আইন সংশোধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। আইন সংশোধন বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি সাজানো হয়েছে ।

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য

সমস্বর প্রতিবেদক: মুখের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ জর্দা, গুল, সাদাপাতা। ধোঁয়াবিহীন তামাকের খুচরা বিক্রয়ের সুবিধা, সহজ প্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতার কারণে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তামাক অসংক্রামক রোগ যেমন: হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির অন্যতম প্রধান কারণ। অসংক্রামক রোগগুলো ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় এবং এসব রোগের চিকিৎসাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বাংলাদেশে তামাক বিরোধী জোট অনেকদিন ধরে তামাকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছে। তামাক বিরোধী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণীত হয়েছে। বিদ্যমান আইনটিকে এখন সময়োপযোগী করার প্রক্রিয়া চলছে। এ আইনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয়কে স্থান দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধ। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে সতর্কবাণী সিগারেটের প্যাকেটে প্রদর্শিত থাকে সিগারেটের খুচরা শলাকা ক্রয় করার কারণে ধূমপায়ী তা দেখতে পারে না। ফলে সতর্কবাণীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। পাশাপাশি কোন ধূমপায়ী ধূমপান করতে চাইলে সহজেই তা করতে পারে। এভাবে তার আসক্তির মাত্রা আরও দৃঢ় হয়। সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ হলে পুরো প্যাকেট কিনতে তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি হবে বলে ধূমপায়ীরা ধূমপান করা হতে বিরত থাকবে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো প্রচারণা চালাচ্ছে খুচরা সিগারেট বিক্রি বন্ধ হলে সরকার রাজস্ব হারাবে। অথচ খুচরা সিগারেট বিক্রির সুবিধা থাকার ফলে প্যাকেটের গায়ে লেখা সিগারেটের দামের চেয়ে আরও বেশী দামে সিগারেট বিক্রয় করা হচ্ছে।

তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাইসেন্স সংক্রান্ত একটি ধারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি তামাক কোম্পানি সুকৌশলে এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। যেকোন ক্ষতিকারক দ্রব্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের বিধান নতুন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই লাইসেন্স নিতে হয়। এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি নিষিদ্ধ করতে হবে যাতে এ কোম্পানিগুলো সিএসআর এর আড়ালে পণ্যের প্রচারণা না করতে পারে।

আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা)

সমস্বর প্রতিবেদক: সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর) পদ্ধতি প্রচলন হয়েছিলো কোম্পানির আয়ের একটি বড় অংশ জনগণের ও পরিবেশের উপকার হয় এ ধরণের কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন, বিশেষ দিবস উদযাপন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, নলকূপ স্থাপন এধরণের কর্মসূচির আড়ালে সিএসআর -কে ব্যবহার করছে তাদের পণ্যের প্রচারণার জন্য। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করে তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর কর্মসূচি নিষিদ্ধ করা জরুরি ।

দেবরা ইফরইমসন, আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথ ব্রিজ ফাউন্ডেশন (কানাডা)

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাক মানবদেহে অসংখ্য রোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দারিদ্রতা সৃষ্টিরও কারণ। একজন ধূমপায়ী তামাকের প্রতি আসক্তি কমাতে পারলে ধূমপানের জন্য সে যে অর্থ ব্যয় করত সে অর্থ সে পরিবারের জন্য খরচ করতে পারবে। এতে করে সাধারণ বিক্রেতারাও তামাকের পরিবর্তে অন্য পণ্য বিক্রয়ে আগ্রহী হবে। খুচরা সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ হলে বিক্রেতারা চাকুরী হারাবে এটা কেবলমাত্র একটি অজুহাত। পলিথিন ব্যাগ যখন নিষিদ্ধ করা হয় তখন পলিথিন ব্যাগ যারা বানায় তাদের জন্য অন্য চাকরীর সুযোগ ছিল। সুতরাং লাইসেন্স করা হলে সিগারেট বিক্রেতাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এ ধারণা সঠিক নয়। সিগারেট বিক্রেতারা অর্থ উপার্জনের জন্য সিগারেট বিক্রি করে। সুতরাং অর্থ উপার্জন তারা অন্যকোন স্বাস্থ্যকর পণ্য বিক্রয় করেও করতে পারবে। আমরা কেউ চাই না আমাদের সন্তানরা অসুস্থ হোক। তামাক পণ্য বিক্রেতাদের বুঝিয়ে এই ক্ষতিকর দ্রব্য বিক্রি থেকে তাদের সরিয়ে আনতে হবে। এভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের দেশে একটি সুস্থ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে এবং বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে ।

সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

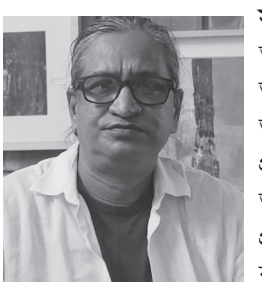

সমস্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশে ২০০৫ সালে প্রথম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়। ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধিত হয় এবং বর্তমানে পূনরায় এ আইনটিকে আরো যুগোপযোগী করে সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। আমরা আশা করি এ আইনটি অবিলম্বে সংশোধিত হয়ে আসবে এবং এ সংশোধন প্রক্রিয়া তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের অনেকগুলো পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই পদক্ষেপগুলো পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে। আর এ হস্তক্ষেপের বড় কারণ তামাক কোম্পানিতে বিদ্যমান সরকারের শেয়ার। এ শেয়ার থাকার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিতে পারে ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ নিতে পারছে। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণের যে লক্ষ্য অর্জিত হবার কথা রয়েছে সে লক্ষ্য সরকার অর্জন করতে পারছে না। কাজেই আমাদের দাবী, সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণকে যদি সত্যিকার অর্থে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের কোন বিকল্প নাই। তামাক নিয়ন্ত্রণে একদিকে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ অন্যদিকে তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার এই দ্বৈত নীতি একসাথে তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না। সরকার যেহেতু জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে সেহেতু জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার জরুরি। আমরা আশা করব সরকার যে সদিচ্ছা নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে শেয়ার প্রত্যাহারের মাধ্যমে তার প্রতিফলন অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাবো।

হেলাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন

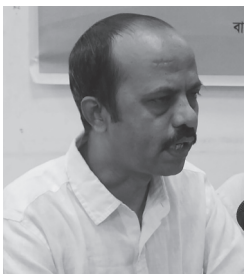

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক কোম্পানি সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের সাথে প্রতারণা করে। একটি নলকূপ স্থাপন করতে তামাক কোম্পানি যত টাকা খরচ করে তার চেয়ে প্রচারণার কাজে তারা অনেক বেশি অর্থব্যয় করে। সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া প্রস্তাবনা অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সিএসআর কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে সরকারি তহবিলে জমা দেয়া হোক। পরবর্তীতে সরকার সিদ্ধান্ত নিবে তামাক কোম্পানির কাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোন কোন খাতে খরচ করা হবে।

ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ক্যান্সার ইপিডেমিওলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট

সমন্বর প্রতিবেদক: কালের বিবর্তনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের মাধ্যমে ধুম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে । তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রস্তাবনা অনুযায়ী সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করতে হবে। তামাক কোম্পানি অপপ্রচার চালাচ্ছে সিগারেটের খুচরা বিক্রি বন্ধ হলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু খুচরা সিগারেট শলাকা কিনলে একজন ধূমপায়ী প্যাকেটের গায়ে লিখিত সতর্কবানী এবং ছবি দেখতে পায় না। প্যাকেটের গায়ে প্রদর্শিত ওই সতর্কবানী ধূমপায়ীর মনোজগতে কিছুটা হলেও ধূমপানের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি (সিএসআর) তামাক কোম্পানিগুলোর প্রচারণার আরেকটি মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে তামাক কোম্পানিগুলো সিএসআর এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করার সুযোগ নিচ্ছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রস্তাবনা অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি (সিএসআর) নিষিদ্ধ করা জরুরি। তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ারের পাশাপাশি বোর্ড অফ ডিরেক্টরিতেও সরকারের প্রতিনিধি রয়েছে। যা ২০৪০ সালের তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সরকারের প্রদত্ত প্রত্যয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। জনস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কিছুতেই সরকারের শেয়ার থাকা যৌক্তিক নয়।

গোলাম মহিউদ্দীন ফারুখ, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি

সমন্বর প্রতিবেদক: একটি সুস্থ, বিজ্ঞানসম্মত জনকাঠামো তৈরি করার জন্য তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা জরুরি। তামাকের অভিঘাত কেবল জনস্বাস্থ্যের উপরই পড়ছে না বরং পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব সমাজকেও নষ্ট করে দিচ্ছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, তামাক গ্রহণের পরবর্তী ধাপ মাদক গ্রহণ। এসডিজি বা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুষ্ঠু জনকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। সুষ্ঠু জনকাঠামো তৈরি করতে হলে জনস্বাস্থ্যের জন্য যেসকল জিনিস ক্ষতিকর তা বর্জন করা উচিত।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তামাক কোম্পানির প্রচারণা ও বিস্তার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকারণে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল প্রতিহত করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এখন কেবল তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোরই দাবী নয় বরং গণদাবীতে পরিণত হয়েছে । ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তামাক বিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত এমন প্রতিটি সংগঠনও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে মাইলস্টোন অর্জনে বদ্ধপরিকর।

তামাক কোম্পানি কৌশলের সুযোগ নিচ্ছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করলে খুচরা শলাকা বিক্রি বর্জন করা জরুরি। খুচরা সিগারেট গ্রহণ করার সুযোগ থাকার কারণে ভোক্তার কাছে তামাক সহজলভ্য দ্রব্যে পরিণত হচ্ছে। যে মুল্যে তারা পুরো প্যাকেট কেনার সাহস করতে পারত না সে মূল্যে তারা সিগারেটের খুচরা শলাকা কিনছে। সিগারেটের পুরো প্যাকেট কিনে তারা যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একটি বা দুটি শলাকা কিনলে তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা ভিত্তিক কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সরকারের রাজস্ব কমে যাবে বলে মিথ্যাচার করে। সরকারের আয়ের চেয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত।

বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে ১৮(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা। যখন ভোক্তা খুব সহজেই খুচরা শলাকা কিনতে পারছে তখন ব্যক্তি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি পরোক্ষ ধূমপানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করছে অন্যদের। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রস্তাবনায় ব্যক্তির পুরো প্যাকেট কেনার আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তামাক থেকে দূরে থাকার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে একটি বড় অনুষঙ্গ সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা। সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য এটি ন্যায্য দাবী। আমি আশা করি সরকার, আইন প্রণেতা ও নীতিনির্ধারকরা এ দাবীগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে এবং তামাক কোম্পানির কূটকৌশলের কাছে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি যেন হারিয়ে না যায় এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে।

আমাদের দেশের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আয়ের একটি অংশ সমাজকে দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা কর মুক্তির সুবিধা পেয়ে থাকেন এমনকি তাদের উৎসাহিত করতে পুরষ্কারও দেয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তামাক কোম্পানিকেও সিএসআর কার্যক্রম করতে দেখা যায়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায়। সিএসআর এর মাধ্যমে তারা তরুণ সমাজকে কৌশলে প্রভাবিত করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বনায়ন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সহায়তার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ডের প্রচারণা চালায়। এভাবে তাদের প্রচারণা চলতে থাকলে ক্ষতিকর তামাকের আগ্রাসী ব্যবসার বিস্তার ঘটতে থাকবে। ফলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার কার্যক্রমটি ব্যর্থ হবে। একদিকে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা এবং অন্যদিকে তামাক কোম্পানিকে সিএসআর এর পরোক্ষ প্রচারণার মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেয়া এভাবে দুটি কার্যক্রম সমান্তরালভাবে চলতে থাকলে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না ।

তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর সাথে সাথে সিভিল সোসাইটিকে যুক্ত করে সমন্বরে বলতে চাই আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে তামাক কোম্পানির সিএসআর নিষিদ্ধ করা জরুরি ।

ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহছানিয়া মিশন

সমন্বর প্রতিবেদক: সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের যে ধারাগুলোর সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা অন্যতম। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতাদের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন দোকান, স্টল, পানের দোকানে যত্রতত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তামাকের ব্যবসা শুরু করতে পারে। তামাক বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে যত্রতত্র সিগারেট বিক্রয়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, তামাক মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বিকল্প নেই। লাইসেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনের আওতায় এসে তামাকের মতো ক্ষতিকারক দ্রব্যের বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে নতুন নয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইনে তামাক বিক্রেতাদের লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রস্তাবনায় লাইসেন্সিং ব্যবস্থাকে যুক্ত করে সবকারী পর্যায়ে তামাক বিক্রেতাদের মনিটরিং এর সুয়োগ সৃষ্টি হবে । এর মাধ্যমে সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।

সিগারটের খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ প্রশ্নে তিনি বলেন, অন্যান্য অনেক দেশে প্যাকেট ছাড়া কেউ সিগারেট বিক্রি করতে পারে না। অথচ বাংলাদেশে কিশোর, তরুণরা সহজেই তাদের জমানো পয়সা দিয়ে সিগারেটের খুচরা শলাকা কিনতে পারে। তরুণরা পুরো প্যাকেট কিনতে হলে খরচের কথা যেভাবে ভাবতে হবে খুচরা শলাকা কিনতে হলে সেভাবে ভাবতে হয় না। খুচরা শলাকা কেনা বন্ধ হলে শিশু- কিশোর , তরুণরা পুরো প্যাকেট স্কুলে ও বাসায় সহজে নিয়ে যেতে পারবে না বিধায় তারা তামাক গ্রহণে নিরুৎসাহিত হবে। খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ হলে নতুন ধূমপায়ীরা তা সহজে কিনতে পারে না এবং সামাজিক চাপের কারণে যারা অফিসে বা বাসায় সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে যেতে পারে না তারা তখন ধূমপানে নিরুৎসাহিত হয়।

এছাড়াও সিগারেটের পুরো প্যাকেট কিনলে সিগারেটের প্যাকেটে লেখা ছবিসহ সতর্কবাণী ধূমপায়ীর চোখে পড়ে ফলে সে সাবধান হতে পারে। কিন্তু খুচরা শলাকায় স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধানে সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে অন্যান্য প্রস্তাবনার সাথে যদি সিগারেটের খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা যায় এবং লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অবশ্যই সফলতা আসবে।

নাসির উদ্দীন শেখ, কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ), ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাকে আসক্ত ব্যক্তি বড়শী গেলা মাছের মতো বা ফাঁদে আটকানো বকের মতো। একজন ধূমপায়ীর নিয়ন্ত্রণ তাদের নিজের হাতে থাকে না। আমাদের চারপাশে বহু মানুষ ধূমপান ছেড়ে আসতে চাইলেও তামাক ছেড়ে তারা আসতে পারে না। কারণ তামাক একটি নেশাদ্রব্য। তামাক সেবনকারীকে বিপদগ্রস্ত বলে উল্লেখ করা যায় এবং তার প্রয়োজন তামাক ছাড়ার জন্য সহযোগিতা। সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে জরুরি প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, নীতি সংস্কার ও নীতির বাস্তবায়ন । বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ সালে প্রণীত এবং ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। আইনটিতে কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে। পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ কিন্তু পাশাপাশি সেখানে এ সুযোগ রয়েছে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। এ সুযোগটি তুলে দিতে হবে। এছাড়াও আরো কিছু পরিবর্তন জরুরি। ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে তামাকদ্রব্য বিক্রয় হয় সেখানেই অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিরা নানা ধরনের উপঢৌকন বা পুরস্কার ক্রেতাদের মাঝে বিতরণ করছে। তামাক বিক্রয় স্থান, দোকান বা স্টলে তামাকজাত দ্রব্যের এ ধরণের প্রচার-প্রচারণা এখন নিষিদ্ধ করা দরকার। বিক্রয়স্থানে তামাক দ্রব্য থাকতে পারে কিন্তু তা দৃশ্যমান থাকতে পারবে না ।

সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানি অবৈধভাবে নিজেদের নাম ও লোগো প্রচারণা করছে। রক্তদান কর্মসূচি, বনায়ন ইত্যাদি নানা সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণের কাছে নিজেদের ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেইসাথে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তারা তৈরি করছে। তাই তামাক কোম্পানি কর্তৃক সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি সম্পূণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে ।

সিগারেটকে করজালের আওতায় আনা হলেও জর্দা, গুল, সাদা পাতা করের আওতায় আসে নি। এগুলোকেও কর জালের আওতায় আনতে হবে। এছাড়াও আইনগত আরও কিছু ত্রুটি রয়েছে যা পূরণ করা এখন সময়ের দাবী। এগুলো পূরণ না হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আনা সম্ভব নয়। তাই সরকারের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছি।

আদালতের রায় অনুযায়ী সিগারেটের প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী উপরের দিকে ৫০% হওয়ার কথা। অথচ তা নীচের দিকেই রয়ে গেছে। ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকায় এই স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা ৮০-৯০% জায়গা জুড়ে রয়েছে। আমাদেরকে এ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা ৯০% এ উত্তীর্ণ করতে হবে ।

সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। একজন তামাকসেবী তামাক ছাড়তে পারে না এর অন্যতম কারণ সে সহজে তামাক পেয়ে যায়। উঠতি বয়সের শিশু-কিশোর, তরুণরা নতুন কোন কিছু গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ থেকে তামাকের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে। তামাক সহজলভ্য বলে তরুণরা তামাকের স্বাদ গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়। কিন্তু সিগারেটের পুরো প্যাকেট কিনতে হলে তারা সহজে সিগারেট কিনতে পারত না। খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ হলে ধূমপায়ী পুরো প্যাকেট সিগারেট কিনতে বাধ্য হবে এবং তাকে অনেকগুলো টাকা গুনতে হবে। বিধায় সে তামাক গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। নতুন প্রজন্মকে তামাকের হাত থেকে রক্ষা করা গেলেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

সাইদা আখতার , সমন্বয়ক , তাবিনাজ (৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন : বিশেষজ্ঞ ভাবনা শীর্ষক অনলাইন টকশো)

সমন্বর প্রতিবেদক: ধোঁয়াবিহীন তামাক নিয়ন্ত্রণেও আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার এবং লেখার মাধ্যমে ধোঁয়াবিহীন তামাককেও সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করা সম্ভব হবে।

আমিনুল ইসলাম বকুল, উপদেষ্টা, ডাস্

সমন্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ইতিমধ্যেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের জন্য খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানি এই আইনের বিরুদ্ধে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে, আইন প্রণেতা ও সংসদ সদস্যদের কাছে যাচ্ছে। সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি করলে ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে এমনকি যেসব ব্যবসায়ী তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করছে তাদের লাইসেন্স নিতে হবে এ ধরণের প্রচারণার বিপক্ষে তামাক কোম্পানিগুলো সংসদ সদস্যদের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি পুন:সংশোধিত এবং

শক্তিশালী হোক কোম্পানিগুলো চায় না। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক কোম্পানিগুলো অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি

শাগুফতা সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক , এইড ফাউন্ডেশন

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক একধরণের বিষ যা মানুষের ক্ষতি করে। এ পণ্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে আইন প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনা দিয়েছে। আইনের এই খসড়া প্রস্তাবনায় যে কোন ধরনের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাইসেন্স নেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু আইনের এ অংশটুকু বাদ দেয়ার জন্য কিছু বিদেশী তামাক কোম্পানি অপপ্রচার চালাচ্ছে। তামাক বিক্রেতারা লাইসেন্স গ্রহণ করলে তামাক পণ্যের বিক্রয় মনিটরিং করা সহজতর হবে। কতজন বিক্রেতা তামাক বিক্রি করছে এবং কি ধরনের তামাক পণ্য বিক্রি করছে সে বিষয়ে সরকার জানতে এবং তালিকা তৈরি করতে পারবে। তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হলেও এধরনের তালিকা থাকা জরুরি। পাশাপাশি লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় রাজস্ব আদায় বাড়বে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে নতুন নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাতেও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করা আছে । কাজেই পুন:সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাক বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত জরুরি ।

সুশান্ত সিনহা, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও বিশেষ প্রতিনিধি, একাত্তর টেলিভিশন

সমন্বর প্রতিবেদক: বিশ্বের ৮ম শীর্ষস্থানীয় সিগারেট উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশ বাংলাদেশ। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ঘোষনা বাস্তবায়নের নয় বছর পর ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আইনটির খসড়া প্রস্তাবনার পক্ষে মতামত দিয়েছে দেড় শতাধিক সংসদ সদস্য ও ১৬ হাজার সাধারন মানুষ। বিপরীতে আইনটির বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিসহ ১১০০ জন। এদের অনেকের নাম অজ্ঞাতে যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাম সর্বস্ব মালিক সমিতির এসব লোক অনেকেই জানে না তাদের নামে জমা দেয়া হয়েছে চিঠি। দোকান মালিক সমিতির সবগুলো চিঠির ভাষা ও বক্তব্য হুবহু এক। এসব চিঠির বেশিরভাগ স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে গত ২৯ জুন, ২০২২ তারিখে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাড ব্যবহার করে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানের নামে তামাক কোম্পানির পক্ষে চিঠি দেওয়ার জালিয়াতিরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বহুজাতিক তামাক কোম্পানি আইনটির বিরোধিতা করলেও দেশীয় ২৪ টি কোম্পানিসহ বিড়ি, জর্দা, গুল, সাদাপাতা উৎপাদনকারীরা কেউ এর বিরোধিতা করেনি। তামাক কোম্পানিগুলোর মিথ্যা প্রচারনায় বিভ্রান্ত না হয়ে সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে শক্তিশালী করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এডভোকেট মাসুম বিল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিয়াম

সমন্বর প্রতিবেদক: বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটিকে আরো যুগোপযোগী করার সংশোধনের প্রস্তাবনা দিয়েছে। আইনের যে ধারাগুলোতে সংশোধনের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়ের দাবী। প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ শুধুমাত্র তামাকের কারণে মৃত্যুবরণ করে। অকাল মৃত্যু এবং তরুণ সমাজকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করা জরুরি। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। দীর্ঘদিন তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত থাকার কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেসরকারি সংগঠনগুলো দক্ষ হয়ে উঠেছে। সরকারের সাথে থেকে এ সংগঠনগুলো আইন বাস্তবায়নে শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম। এসকল স্থানীয় সংগঠনগুলোকে কারিগরী এবং অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন। এই সংগঠনগুলো সরকারের পক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে ।

কাজী সোহেল রানা, নির্বাহী পরিচালক, ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড পিপল (ডিডিপি)

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এখন সময়ের দাবী। বিদ্যমান আইনের কিছু দুর্বলতার সুযোগে কয়েকটি বিদেশী তামাক কোম্পানি আইনের অপব্যবহার করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে কয়েকটি ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন। যেমন-সিগারেটের খুচরা শলাকা এবং খোলা জর্দা, গুল, সাদা পাতা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা। খুচরা বিক্রি বন্ধ করা হলে সরকার রাজস্ব হারাবে বলে তামাক কোম্পানিগুলো অপপ্রচার চালাচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেটের পুরো প্যাকেট বিক্রয় করে যে পরিমান অর্থ আয় করে সে তুলনায় খুচরা বিক্রয়ের ফলে তার অধিক আয় করে। এভাবে সরকার প্রতি বছর ৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারায়। কাজেই সরকারের রাজস্ব আদায়ে সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি এবং খুচরা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য জর্দা, গুল, সাদা পাতাকে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

কক্সবাজারে দুই দিনব্যাপী মেয়র সম্মেলন

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ২৩- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২, তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ার কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুইদিন ব্যাপী মেয়র সম্মেলন। কলাতলীর ওসান প্যারাডাইস হোটেলে আন্তর্জাতিক সংস্থা এপিক্যাট ও দি ইউনিয়নের কারিগরি সহযোগিতায় কক্সবাজার পৌরসভা, ধামরাই পৌরসভা, এইড ফাউন্ডেশন ও টিসিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এননজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপ-

রিচালক (গ্রেড-১) জনাব কে এম তারিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হোসেন আলী খোন্দকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটির ফোকাল পয়েন্ট মো. খায়রুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ), যুগ্ম সচিব ফাহিমুল ইসলাম, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. মামুনুর রশীদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. মাহফুজুল হক, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজার রহমান, সাভার পৌরসভার মেয়র ও ম্যাব এর কার্যকরি সভাপতি হাজী আব্দুল গনি, কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র মুজিবুর রহমান, ধামরাই পৌরসভার মেয়র গোলাম কিবরিয়া, সৈয়দপুর পৌরসভার মেয়র রাফিকা আক্তার

জাহান বেবী, সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র তাজকিন আহমেদ, ঠাকুরগাঁও পৌরসভার মেয়র আঞ্জুম আরা বেগম, টেকনাফ পৌরসভার মেয়র হাজী মোহাম্মদ ইসলাম, সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মো. আব্দুর রশীদ রেজা সরকার,

বান্দরবন পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী, সিংড়া পৌরসভার মেয়র মো. জান্নাতুল ফেরদৌস, কুয়াকাটা পৌরসভার মেয়র আনোয়ার হাওলাদার, লামা পৌরসভার জহিরুল ইসলাম, টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র এস.এম সিরাজুল হক, হরিনাকুন্ড পৌরসভার মেয়র মো. ফারুক হোসেন, মহেশখালী পৌরসভার মেয়র মকসূদ মিঞা, গোয়ালন্দ পৌরসভার মো. নজরুল ইসলাম মন্ডল এবং মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র জনাব কামরুল হুদা সেলিম। তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে কক্সবাজারে এই সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অন্যতম চালিকাশক্তি। সে ক্ষেত্রে একটি নগরের সার্বিক উন্নয়নে মেয়রদের ভূমিকায় অগ্রগণ্য। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকাটি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যেটি ২০০৫ সালে প্রণীত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়েছে এবং যেটি আবারও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেটির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী 'আগামী ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে' সেই প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যেই এই সামিটের আয়োজন করা হয় ।

সামিটের শেষ দিনে কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব মুজিবুর রহমানকে চেয়ারম্যান, সাভার পৌরসভার মেয়র জনাব হাজী আব্দুল গনিকে কো-চেয়ারম্যান এবং ধামরাই পৌরসভার মেয়র জনাব গোলাম কবিরকে সেক্রেটারি জেনারেল করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি'র নতুন কমিটি গঠন করা হয় এবং সামিটে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা বন্ধে আইন বাস্তবায়ন জরুরি

সমস্বর প্রতিবেদক: স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কনফারেন্স রুমে গত ২৫ আগস্ট ২০২২,"তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) যৌথভাবে এ সভা আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি ইউনিয়নের

টেকনিক্যাল এডভাইজার এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। এতে প্যানেল আলোচনা করেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর লিড পলিসি এডভাইজর জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও দি ইউনিয়ন (যুগ্মসচিব -অনলিয়েন) কনসালটেন্ট মো. ফাহিমুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মো.ফরহাদুর রেজা।

সভায় আলোচকগণ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ অব্যাহত থাকলেও তামাক কোম্পানিগুলো শিশু-কিশোর ও তরুণদের তামাকের নেশায় ধাবিত করতে বিভিন্ন ধরণের প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। আইন লঙ্ঘন করে তামাকজাত দ্রব্যের এসব প্রচারণার জন্য তামাক কোম্পানিগুলোকে শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন। এছাড়া তামাক কোম্পানি ও তাদের সুবিধাভোগীরা তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি প্রণয়নেও বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৩ আগস্ট ২০২২, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) সচিব ড.মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন

করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. বর্ধন জং রানা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) জনাব হোসেন আলী খোন্দকার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রামস সৈয়দা অনন্যা রহমান । অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্মাননা ২০২১ ও ২০২২ হস্তান্তর করা হয়। ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাউথ-ইস্ট রিজিওনাল এওয়ার্ড ২০২১ লাভ করেছেন অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, রোগতত্ত্ব ও গবেষণা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল এওয়ার্ড ২০২২ লাভ করেছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল।

তামাকের ব্যবহার অর্ধেক কমিয়ে আনা সম্ভব: বাণিজ্যমন্ত্রী

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার স্বাস্থ্য, জাতীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে। আইন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ২৮ আগস্ট, ২০২২ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত 'প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয়' শীর্ষক

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকারস সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজ চলছে। তামাক সেক্টর থেকে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পেয়ে থাকে, তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তামাক শিল্পে অনেক মানুষ জড়িত , এ মানুষগুলোর বিকল্প কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলালের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহান জাতীয় সংসদে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন হেলথ সেন্টারের উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ ও ওয়াশ সেক্টর এর পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

সৌজন্যে: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাকের সর্বনাশা ছোবল থেকে রক্ষাপেতে সকল নাগরিকের দায়িত্ব তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবনাকে সমর্থন করা। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, দিকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও প্রত্যাশা সামাজিক

উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে সংস্থার কনফারেন্স হলে চুয়াডাঙ্গায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তামাকের সর্বনাশা ছোবল থেকে রক্ষা পেতে সকল নাগরিকের দায়িত্ব তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবনাকে সমর্থন করা। মতবিনিময় সভায় প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. বিল্লাল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয়কারী ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) এর সংশোধনী এখন সময়ের দাবি। সেই দাবির প্রতি সাড়া দিয়েই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুনভাবে আইনে যে সকল সংশোধনী প্রস্তাবনা যুক্ত করেছে তা অত্যন্ত যুগোপযোগী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে ইতোমধ্যে এই ধারাগুলো সংযুক্ত হয়েছে এবং তারা এর সুফলও পাচ্ছে। এদিকে তামাক কোম্পানিগুলো অনুগতদের দিয়ে আইনের সংশোধন বিষয়ে যে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে তার উদ্দেশ্যই হলো আইনের নতুন ধারাগুলো যাতে যুক্ত না হয়। কারণ এই ধারাগুলো যুক্ত হলে তামাক কোম্পানির বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। লাইসেন্সিং ধারাটি তার মধ্যে অন্যতম। সে কারণে এই বিষয়টি নিয়ে তাদের বিরোধিতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আগামী প্রজন্মকে তামাকের সর্বনাশা ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য সকল নাগরিকের দায়িত্ব তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবনাকে সমর্থন করা এবং তামাক কোম্পানির কূটকৌশলকে প্রতিহত করা। তিনি আরো বলেন গত অর্থবছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে সরকার এই খাত থেকে। কিন্তু এটা বলা হলো না, এই ৩০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে গিয়ে তামাক ব্যবহারের আর্থিক ক্ষতি বাবদ ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা সরকারকে ব্যয় করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করবে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: জিয়াউর রহমান। অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল আলম। বক্তব্য রাখেন গ্রামীন সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান লিপু, কম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক কামরুজ্জামান কাঞ্চন, সাংবাদিক আহসান আলম, মেহেরাব্বি সানভি, পিআরপিডি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী ইউনুস আলী, ওয়াসেফ প্রকল্পের প্রকল্প সম্বয়কারী তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী ও প্রোগ্রাম ফোকাল সাইদুর রহমান।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানি

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২২ আগস্ট ২০২২, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের সম্মিলিত উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির

নসরুল হামিদ মিলনায়তনে "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও সংশোধনের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়" বিষয়ক গণমাধ্যমের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তারা বলেন, তামাক ব্যবহার মানবদেহে সৃষ্ট বিভিন্ন মরণব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ। তামাকের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গ্রহণ করছে নানামুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি।

কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তামাক কোম্পানিগুলো এতদিন আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে যেভাবে বাধাগ্রস্ত করছিলো সেভাবেই আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকেও বাধাগ্রস্ত করতে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) এর উপদেষ্টা আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) এর সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব এর সঞ্চালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু, সম্মানিত আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন শেখ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিল্লাল হোসেন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ(ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক কামাল মোশারেফ। এছাড়াও সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ এর সহ-সভাপতি মাহমুদুল হাসান, অর্থ সম্পাদক এস এম এ কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল কাফি, নারী বিষয়ক সম্পাদক তাপসী রাবেয়া আঁখি, প্রচার ও প্রকাশক সম্পাদক কামাল উদ্দিন সুমন, আপ্যায়ন সম্পাদক মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান, কল্যাণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবলু, কার্যনির্বাহী সদস্য সোলাইমান সালমান, সুশান্ত কুমার সাহা, মো. আল-আমিন, এসকে রেজা পারভেজ ও মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ মেজবাহ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের কর্মসূচি প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমান।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাধাগ্রস্ত করতে বেপরোয়া কোম্পানি

সমন্বয় প্রতিবেদক: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি খুচরা সিগারেট বিক্রয় নিষিদ্ধ হলে তরুণদের মধ্যে নতুন করে তামাকের আসক্তি কম জন্মাবে। উক্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, একটি জুম ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, দৈনিক মানবকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক দীপংকর গৌতম,

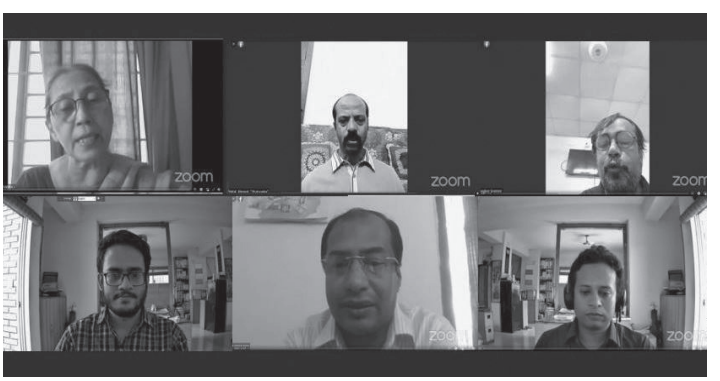

তাবিনাজের সমন্বয়ক সাইদা আখতার এবং এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনীক। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীবের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে তথ্য উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা আরিফ হোসেন।

সভায় বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানি নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সকল বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা সম্ভব হলে ভ্রাম্যমান বিক্রেতারা নিরুৎসাহিত হবে এবং বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। অথচ ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এই আইন প্রচলিত আছে এবং সেখান থেকে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বক্তারা আরো বলেন, মদ, ঔষধ এমনকি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের বিধান থাকলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যও লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ। তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা কমিয়ে আনা সম্ভব হলে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। বক্তারা ধোঁয়াবিহীন তামাক বিশেষ করে সাদা পাতাকে সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের সাথে যুক্ত করার আহবান জানান। এছাড়া, তারা দেশের সকল ধোঁয়াবিহীন তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তালিকাভূক্ত করার জোর দাবি জানান।

গণমাধ্যমকে বিভ্রান্ত করছে তামাক কোম্পানি

সমন্বয় প্রতিবেদক: তামাক কোম্পানির অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে আইন, বিধিমালা প্রণয়ন ও বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম। বিগত দিনগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ণ, আইন সংশোধন, বিধিমালা প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু সম্প্রতি তামাক কোম্পানিগুলো গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছে।

এসব বিষয়ে আলোকপাত করে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২, তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ভাবনা শীর্ষক একটি অনলাইনে টকশোর আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হলি টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শ্যামল কান্তিনাগ, দৈনিক শেয়ার বিজের সিনিয়র রিপোর্টার মো. মাসুম বিল্লাহ এবং দৈনিক সমকালের স্টাফ রিপোর্টার সাজিদা ইসলাম পারুল। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট-এর সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা নাজমুন নাহারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যু কমিয়ে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন। অন্যদিকে তামাক কোম্পানির উদ্দেশ্য ক্ষতিকারক পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং মুনাফা অর্জন। তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাজার সৃষ্টি করতে চায়। ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে তামাক কোম্পানিগুলো আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং নীতি নির্ধারক ও গণমাধ্যমগুলোর কাছে অসত্য তথ্য প্রচার করছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুচরা সিগারেট বিক্রি বন্ধ এবং লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রচলন করা হলে তরুণদের অনেকাংশে ধূমপান থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোকে মনিটরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা যাবে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রম, ধূমপানের জন্য নির্ধারিত এলাকার বিধান এবং মারাত্মক ক্ষতিকর ভেপিং বা ইলেকট্রনিক সিগারেট নিষিদ্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে যা অত্যন্ত যৌক্তিক। প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আইন সংশোধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন: বিশেষজ্ঞ ভাবনা’ শীর্ষক অনলাইন টকশো

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তামাক কোম্পানি। জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে আইন সংশোধন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হবে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট (বাটা) আয়োজিত ‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন: বিশেষজ্ঞ ভাবনা’ শীর্ষক অনলাইন টকশোতে বিশেষজ্ঞরা এ মতামত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, ডাসের প্রকল্প উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব।

আলোচকরা বলেন, সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণে ২০০৫ সালে একটি আইন প্রণয়ন করলেও তামাক কোম্পানিগুলো আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে এখনও আইন লংঘন করে চলেছে। সারাদেশে তামাক কোম্পানিগুলোর আইন লংঘনের চিত্র দৃশ্যমান। উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রশাসনকে আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করতে গেলে তামাক কোম্পানিগুলো স্থানীয় প্রভাবশালীদের ডিলার হিসেবে নিযুক্ত করে তাদের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মী এবং দোকানদারদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনটি আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রস্তাবনায় লাইসেন্স ছাড়া তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম এবং খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত যৌক্তিক। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাবে। লাইসেন্সিং যত্রতত্র তামাক পণ্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেটে সর্তকবাণীর উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করবে।

বক্তারা আরও বলেন, তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা এবং সর্বদা গণমাধ্যমগুলোতে আলোচনায় থাকা। তামাক কোম্পানিগুলোর সরাসরি সিএসআর কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে সেই অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের বিধান করা হলে কোম্পানিগুলোর সরকার ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার অপপ্রচষ্টা বন্ধ করবে। এগুলোর পাশাপাশি আলোচকরা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে তামাক পণ্যের খুচরা বিক্রি বন্ধ নিষিদ্ধের প্রতি জোর দেয়ার আহ্বান জানান।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রেলওয়ে স্টেশনে বেসলাইন জরিপ

সমন্বর প্রতিবেদক: রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত Initiative to Make Bangladesh Railways Tobacco Free (IMBRTF) প্রকল্পের অংশ হিসেবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০ টি স্টেশনে বেসলাইন জরিপ পরিচালনা করেছে আর্ক ফাউন্ডেশন। গত ২৭ জুলাই ২০২২, রেল ভবনে এই বেসলাইন জরিপের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জরিপের ফল উপস্থাপন করেন আর্ক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক রুমানা হক (পিএইচডি)।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জনাব ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, অতিরিক্ত সচিব এবং সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ, প্রকল্প পরিচালক (IMBRTF) এবং যুগ্ম সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন, ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, সৈয়দা অনন্যা রহমান, হেড অব প্রোগ্রামস, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিবৃন্দ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করতে কমপ্লায়েন্স মনিটরিং জরিপ

সমন্বর প্রতিবেদক: ঢাকা শহরের গণপরিবহন এবং বাস টার্মিনালগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর প্রয়োগে অবদান রাখতে, Effective enforcement of smoke-free provision in Public transport in Dhaka City-শীর্ষক ২ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিস অব সোসাইটি (DAS)। ২বছরের প্রোগ্রাম শেষে প্রকল্পের অর্জন ও অগ্রগতি জানার জন্য একটি কমপ্লায়েন্স মনিটরিং জরিপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে, গণপরিবহন এবং বাস টার্মিনালগুলোর ঐ সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০২০ সালে একটি বেসলাইন স্টাডিও করা হয়েছিল।

তথ্য, বেসলাইন জরিপ ও কমপ্লায়েন্স মনিটরিং এর তুলনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারী সংস্থা গুলোর পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের ফলে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার অনেকাংশে কমলেও এখনও সাধারণ যাত্রী, ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী এবং শ্রমিকদের অনেকেই প্রকাশ্যে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করছে। আবার সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিবহনকর্মীসহ সাধারণ যাত্রীদের বেশীর ভাগ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ সম্পর্কে অবহিত থাকলেও, পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে তামাক সেবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও সচেতনতা এখন পর্যন্ত আশানুরূপ অবস্থানে যায়নি। তাছাড়া, বিদ্যমান আইন প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় প্রত্যাশিত ফলাফল নিশ্চিত হচ্ছে না।

তাই, গণপরিবহন ব্যবহারকারী সাধারণ যাত্রী, গণপরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আন্তরিক অনুশীলনের জন্য আরো জোরালোভাবে ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া দরকার। একই সাথে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সীমাবদ্ধতাগুলোর সমাধান করা জরুরি।

“পাবলিক বাস ও বাস টার্মিনালে পরোক্ষ ধূমপান নিয়ন্ত্রণে করণীয়” শীর্ষক টকশো

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ১০ আগস্ট ২০২২, ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অফ সোসাইটি ডাস্ ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট বাটা এর যৌথ আয়োজনে

"পাবলিক বাস ও বাস টার্মিনালে পরোক্ষ ধূমপান নিয়ন্ত্রণে করণীয়" শীর্ষক ভার্চুয়াল টকশো অনুষ্ঠিত হয়। ডাস্ এর উপদেষ্টা জনাব আমিনুল ইসলাম বকুলের সঞ্চালনায় টকশোতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী জনাব মো. হোসেন আলী খোন্দকার,

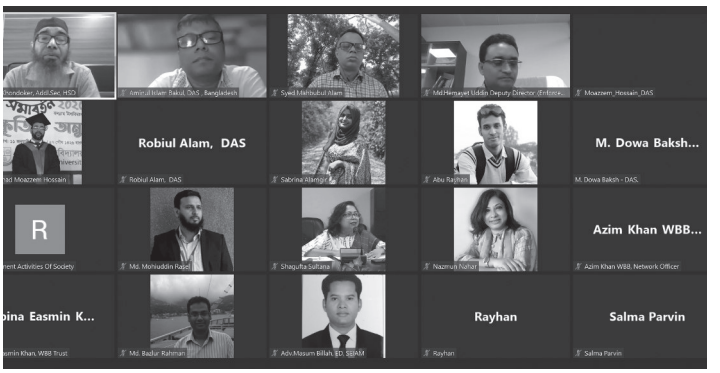

(অতিরিক্ত সচিব) বিআরটি এর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের উপপরিচালক জনাব মো. হেমায়েত উদ্দিন, উপসচিব; দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক জনাব এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন। এছাড়া তামাক বিরোধী জোটের বিভিন্ন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা শীর্ষক ওয়েবিনার

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ১৭ জুলাই, ২০২২ অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি এর উদ্যোগে জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা : তামাক কোম্পানির সিএসআর ও ইনকাম ট্যাক্স শীর্ষক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দীন শেখ, উন্নয়ন সমন্বয় এর ডিরেক্টর রিসার্চ আব্দুল্লাহ নাদভী এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

"ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন" বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ৩ আগস্ট ২০২২ , বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয়ের সভাকক্ষে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর সংশোধন" বিষয়ক একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে মূল পেপার উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, স্কোপের নির্বাহী পরিচালক কাজী এনায়েত হোসেন। গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৭১ টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, বাংলাদেশ পোস্টের সিনিয়র রিপোর্টার আমিনুর রহমান রনি, মর্নিং গ্লোরি পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসান খান বাবু, প্রজন্মের আলোর সম্পাদক মো. আব্দুর রহমান রিজভী, সমকাল ও দ্যা নিউ ন্যাশন এর বরগুনা প্রতিনিধি এম এ মতিন আকন্দ, দৈনিক সুপ্রভাত এর নিজস্ব প্রতিনিধি মো. নাসির উদ্দিন অনিকসহ আরো কয়েকজন গণমাধ্যম প্রতিনিধি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সিয়াম এর নির্বাহী পরিচালক, মাসুম বিল্লাহ, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। প্রস্তবিত খসড়া অনুসারে খুচরা তামাক পণ্য বিক্রয়, ই-সিগারেট, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম, ভ্রাম্যমান দোকানের মাধ্যমে তামাক পণ্য বিক্রয় এবং বিনোদন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ, তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স গ্রহণ, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়গুলো অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি ধূমপানমুক্ত স্থানে তামাক পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং "এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষা" প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান আইনে থাকা জরুরি। বক্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটির খসড়া, বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রবর্তনে গণমাধ্যমকর্মীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং বর্তমান আইনটি সংশোধনেও গণমাধ্যমের আন্তরিক সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর পক্ষ থেকে সুপারিশসমূহ ছিল:

১.বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা ।

২.তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৩.কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষায় এফসি-টিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করা

৪.তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সাংঘর্ষিক বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহ যুগোপযোগী করা

৫.শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের ন্যায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে অযোগ্য ঘোষণা করা ।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

সমন্বয় প্রতিবেদক: দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপের তথ্য, জাতীয় আইনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ধারাসমুহ চিহ্নিতকরণ এবং এর প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যা থেকে উত্তোরণে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২৬ জুলাই, ২০২২ ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর সভা কক্ষে উক্ত গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উক্ত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ.কে.এম মাকসুদ, ডাস এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী,

দি ইউনিয়নের টেকনিক্যাল এডভাইজার সৈয়দ মাহবুবুল আলম এবং গ্রান্ড কন্ট্রাক্ট এডমিনিস্ট্রেটর আশা টেন্ডন, এইড ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, টিসিআরসি এর প্রকল্প পরিচালক মো. বজলুর রহমান, স্টপের ফোকাল পয়েন্ট (বাংলাদেশ) ফাহমিদা ইসলাম এবং নাটাব এর প্রকল্প

সমন্বয়কারী একেএম খলিল উল্লাহ, মানস এর প্রোজেক্ট কোর্ডিনেটর সালমা পারভীন, ব্যুরো অব ইকোনোমিক্স রিসার্চ এর প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অফ প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বলেন, সারা পৃথিবীতে তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের আরো অধিক অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকলেও কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ ও প্রভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি আইনে কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এর মূল কারণ কোম্পানির হস্তক্ষেপ।

নব নিযুক্ত ডেপুটি স্পিকার মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় সংসদ ভবনের ডেপুটি স্পিকারের কার্যালয়ে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর নেতৃত্বে মহান জাতীয় সংসদের নব নিযুক্ত ডেপুটি স্পিকার জনাব শামসুল হক টুকু, এমপি মহোদয়ের সাথে স্বাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, জলবায়ু বিপর্যয়, মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ, হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রভৃতি বিষয়ে মাননীয় সংসদ

সদস্যের সাথে সরাসরি আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন ডাস্ এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এর প্রকল্প পরিচালক মো. বজলুর রহমান, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর হেড অফ প্রোগ্রাম (টিসি এন্ড এনসিডি) সৈয়দা অনন্যা রহমান, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, ব্যুরো অফ ইকোনোমিক্স রিসার্চ এর প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিল এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকল্প কর্মকর্তা আরিফ হোসেন।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং জরুরি

বাংলাদেশে বর্তমানে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ। যা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৫৮ শতাংশ! অথচ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে সিগারেট ও বিড়ি গ্রহণের হার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যকে তেমন গুরুত্ব

দেওয়া হচ্ছে না। তাই ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে অতি দ্রুত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং জরুরি।

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, আর্ক ফাউন্ডেশন, ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক ও হেলথ ইকোনোমিকস রিসার্চ নেটওয়ার্ক (হার্ন) আয়োজিত রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য নীতিমালা' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে বক্তারা এ গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্কের হেলথ সায়েন্স বিভাগের গ্লোবাল পাবলিক হেলথের অধ্যাপক ড. কামরান সিদ্দিকী। মূল বক্তব্যে তিনি বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে ধোঁয়াহীন তামাকের ব্যবহার ও প্রকোপ অনেক বেশি। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে সিগারেট ও বিড়ি ব্যবহারকারীদের হার কিছুটা কমে এলেও ধোঁয়াহীন তামাক সেবনের হার প্রায় অপরিবর্তিত আছে। ফলে এ খাতটি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

অনুষ্ঠান থেকে ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সেগুলো হচ্ছে ধোঁয়াহীন তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ফ্লেভারের প্রচলন বন্ধ এবং উপাদান নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণ করা; খুচরা বিক্রিতে লাইসেন্সের প্রচলন কিংবা বিকল্প উপায় বের করা; অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিক্রি ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে বিক্রি ও সেবন নিষিদ্ধ করা এবং কর হার বাড়িয়ে সিগারেটের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা যাতে তা নূন্যতম ২০ শলাকা সিগারেটের সমপরিমাণ হয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক এ এইচ এম এনায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির পরিচালক অধ্যাপক ড. শাকিল আহমদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ড. সৈয়দ মাহফুজুল হক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সাবেক পরিচালক ড. খালেদা ইসলাম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন। **সৌজন্যে: বাংলাদেশ পোস্ট**

রেলওয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজশাহী বিভাগ

সমন্বর প্রতিবেদক: আইন অনুসারে রেলের সকল স্থাপনায় ধূমপান নিষিদ্ধ এবং রেল স্থাপনায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ। রেলে এ সকল বিধান বাস্তবায়নে কতৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিও উদ্দেশ্যে গত ৩০ জুলাই ২০২২, প্রশিক্ষনের উদ্যোগ নিয়েছে রেলের রাজশাহী বিভাগ।

বছরে প্রায় নয় কোটি যাত্রী পরিবহন করে রেল। যাত্রীদের পরোক্ষ ধূমপান হতে বাঁচাতে এবং ধূমপায়ীদের ধূমপান হতে বিরত রাখতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

"তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের করণীয়" শীর্ষক সভা

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ১লা আগস্ট ২০২২, জহির রায়হান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সুত্রাপুর, ঢাকায় "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষা নিরোধ

সমিতি (NATAB) ও "প্রত্যাশা" মাদক বিরোধী সংগঠন আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শহিদ উল্লাহ মিনু, ভারপ্রাপ্ত মেয়র, DSCC।

অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণার তালিকা হস্তান্তর

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ৩১ জুলাই ২০২২, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের দোকানের সংখ্যা এবং অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণার তালিকা কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ড. এ বি এম শরীফ উদ্দিন এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় এবং এই জরিপের উপর ভিত্তি করে

করণীয় নির্ধারণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দি ইউনিয়নের টেকনিক্যাল এডভাইজার জনাব এডভোকেট মাহবুবুল আলম তাহিন, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং চীফ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও লফস, রাজশাহীর নির্বাহী পরিচালক জনাব শাহনাজ পারভীন। সভায় প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প পরিচালক জনাব শাণ্ডফতা সুলতানা। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন জনাব আবু নাসের অনীক।

ধূমপান নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

সমন্বয় প্রতিবেদক: এইড ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে; স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি সংগঠন পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার সহায়তায় গত ২৩ আগস্ট ২০২২, ঝিনাইদহ শহরে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম সংলগ্ন প্রিয়া সিনেমা হলে পাবলিক প্লেসে ধূমপান শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্বলিত স্টিকার স্থাপন, কর্তৃপক্ষের নিকট নো স্মোকিং সাইনেজ হস্তান্তর এবং প্রচারণা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্যক্রমে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব আব্দুর রহমান রাজু। পাবলিক প্লেসে ধূমপান শাস্তিযোগ্য অপরাধ

সম্বলিত স্টিকার স্থাপন, নো স্মোকিং সাইনেজ হস্তান্তর কার্যক্রমে অংশগ্রণ করেন সম্মানিত অতিথি, এইড ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব তারিকুল ইসলাম পলাশ, স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. হাবিবুর রহমান, হল মালিক কর্তৃপক্ষসহ এইড ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মীগণ। সবশেষে, হল মালিক জনাব মো, শরিফুল ইসলাম প্রিয়া হলকে ধুমপান মুক্ত ঘোষণা করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা

সমন্বয় প্রতিবেদক: সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের অধিকতর সংশোধনীর জন্য যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে তা দ্রুত পাশ করার পক্ষে মতামত জানিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এক মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যমকর্মীরা এ মন্তব্য করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ

সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস

সালাম মিয়া ও সিনিয়র পলিসি এ্যাডভাইজার মো. আতাউর রহমান মাসুদ।
এসময় গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভীর সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।
মতবিনিময় সভায় জানানো হয় যে, বর্তমান 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' আইনে পাবলিক প্লেস, রেস্তোরা ও গণপরিবহনে ধুমপানের সুযোগ থাকার কারণে পরোক্ষ ধুমপানজনিত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন অধূমপায়ী নাগরিকগণ। এটা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।
অন্যদিকে বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা পুরোপুরি নিষেধ। তবে বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনী বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর এ সুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো বিক্রয়কেন্দ্রে তাদের পণ্যের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা করছে। এজন্য সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের অধিকতর সংশোনীর জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে। এই খসড়াটি অনুমোদন পেলে পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহনে ধূমপান এলাকা বাতিল, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী, খুচরা বিক্রি, ই-সিগারেট ও তামাক কোম্পানির সিএসআর নিষিদ্ধসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বেশ কিছু দুর্বল দিক অনেকাংশেই দূর হবে এবং আমরা শক্তিশালী একটা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাবো।
সভায় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেইলি স্টারের রাশিদুল হাসান, ইত্তেফাকের আহমেদ তোফায়েল, অবজারভারের ফারহানা নাজনীন, যায় যায় দিনের আলতাব হোসেন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের শফিউল্লাহ সুমন, জনকণ্ঠের রহিম শেখ, ভোরের কাগজের মরিয়ম সেঁজুতি, বণিক বার্তার মো. মঞ্জুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ পোস্টের আহমদ পারভেজ খান, আনোয়ার হোসেন, মানবকণ্ঠের মনির জারিফ, চ্যানেল টি-ওয়ানের শরীফ রিমন প্রমুখ। **সৌজন্যে: জনকণ্ঠ**

শ্রমিক সংগঠন নেতৃবৃন্দ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পরিবহন চায়

সমন্বয় প্রতিবেদক: দেশের সকল পাবলিক প্লেস ও পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার পক্ষে মতামত দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ। শ্রমিক নেতারা বলেন এখন পাবলিক পরিবহনে ধূমপান বহুলাংশে কমেছে। তবে পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধে বিআরটিএ, বাংলাদেশ পুলিশ এবং সিটি কর্পোরেশনকে আরো জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

গত ১৪ আগস্ট ২০২২, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি-ডাস্ ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট-বাটা এর যৌথ আয়োজনে এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ও দি ইউনিয়নের যৌথ সহযোগিতায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে "গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয়"- শীর্ষক আলোচনা সভায় এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ডাস্ এর প্রকল্প পরিচালক দোয়া বখশ্ শেখ এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান, এমপি. বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এর সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ছাদিকুর রহমান হিরু এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ওসমান আলী। সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ এবং পেপার উপস্থাপন করেন ডাস্ এর প্রকল্প উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল। সভাটি সঞ্চালনা করেন ডাস্ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু।

পাবলিক পরিবহন ও বাস টার্মিনালগুলোকে তামাকমুক্তকরণে উদ্যোগ

সমন্বয় প্রতিবেদক: ডাস্ এর কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ডাস্ এর একটি প্রতিনিধি দল গত ৮ আগস্ট ২০২২, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক

ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাজাহান খান, এমপি ও জনাব ওসমান আলীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে পাবলিক পরিবহন ও বাস টার্মিনালগুলোকে তামাকমুক্তকরণের জন্য ডাস্ এর বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়। ডাস্ এর পক্ষে সংগঠনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু ও রবিউল আলম উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩১ জুলাই ২০২২ ঢাকা জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলহাজ্ব ছাদিকুর রহমান হিরু এবং ঢাকা জেলা বাস মিনিবাস মালিক

সমিতির সহসভাপতি আলহাজ্ব বাবুল হোসেন এর সাথে গণপরিবহন ও পাবলিক প্লেসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন ডাস্ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় পাবলিক পরিবহনে ডাসের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গাবতলী, মহাখালী এবং সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে ২২,২৩,২৬ জুন ২০২২

তারিখে ধূমপান বিরোধী স্টিকার লাগানো হয় এবং ধূমপান বিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার স্বাস্থ্য, জাতীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে এবং আইন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গণপরিবহণ চালকদের প্রশিক্ষণ

সমন্বয় প্রতিবেদক: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধিত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর উদ্যোগে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহযোগিতায় রাজধানী ঢাকার জোয়ার সাহারা বাস ডিপো খিলক্ষেতের প্রশিক্ষণ কক্ষে গত ৩১ আগস্ট ২০২২, পেশাদার গণপরিবহন চালকদেরকে প্রশিক্ষণ

দেয়া হয়। 'পেশাজীবি গাড়ি চালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ' শিরোনামে প্রশিক্ষণে পেশাদার গাড়ী চালকদের মাঝে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান ইমন। ১৯০ জন পেশাদার চালক উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া দ্রুত পাস করার দাবি

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কতৃক আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীর খসড়া দ্রুত পাস করার দাবি জানানো হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংগঠনটির প্রকল্প সমন্বয়কারী শরিফুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্য ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সাধারণ

সম্পাদক শিরীন আখতার । সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর দেশে ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত)'-এর অধিকতর সংশোধনের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়াটির ওপর অংশীজনদের মতামতের জন্য গত ১৬ জুলাই পর্যন্ত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে। ১৫ হাজারের বেশি সংগঠন ও নাগরিক এ সংশোধনীর প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন।

সাভারে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা

সমন্বয় প্রতিবেদক: : গত ১৪ আগস্ট ২০২২, বিকেলে সাভার উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও সাভার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাজহারুল ইসলাম ঢাকার সাভারে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে শতভাগ

ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ধূমপান এবং এর পরোক্ষ প্রভাবের ক্ষতি থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষায় সাভার উপজেলা পরিষদ চত্বর, সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সাভার মডেল থানা শতভাগ ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব এলাকায় কেউ ধূমপান করলে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি প্রচলিত আইনে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।এসময় সাভারের ইউএনও সাভারবাসীকে ধূমপান মুক্ত থেকে নিজে এবং অপরকে পরোক্ষ ধূমপানের হাত থেকে রক্ষা করার আহবান জানান। সাভার উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ সায়েমুল হুদা জানান, সাভার উপজেলা পরিষদ চত্বর, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সাভার মডেল থানা শতভাগ ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

সভায় আলোচকগণ বলেন, ধূমপায়ীর সাথে সাথে তার আশেপাশের সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের কারণে অ্যাজমা ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এছাড়া পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার সহ শ্বাস-প্রশ্বসজনিত রোগও দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরোক্ষ ধূমপান পুরুষের তুলনায় নারীর উপর বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই প্রকাশ্যে ধূমপান বিষয়ক আইন মেনে চলার পাশাপাশি সকল ধূমপায়ীর উচিত এটা একদম ছেড়ে দেয়া। এর আগে সাভার উপজেলা পরিষদের হল রুমে সাভার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সাভার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাজহারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ সায়েমুল হুদা, আশুলিয়া রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা।

গাজীপুর জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স মিটিং

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ৩১ জুলাই, ২০২২ গাজীপুর জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স মিটিং অনুষ্ঠিত হয় । মিটিংয়ে নাটাব গাজীপুর জেলা শাখার এ্যাকশান কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী জেলা প্রশাসকের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট করা এবং জরিমানার পাশাপাশি

দোকানদারদের ২ থেকে ৪ ঘন্টা জেল দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গাজীপুর জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান অতিরিক্ত জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকেও টাস্কফোর্স মিটিং ও মোবাইল কোর্ট করার বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানান।

কালকিনিতে ধূমপান ও তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ৫ জুলাই ২০২২, কালকিনি উপজেলা পরিষদ হলরুমে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য

ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা হয়। কর্মশালায় কালকিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার পিংকি সাহার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কালকিনি পৌরসভার মেয়র এসএম হানিফ, কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এসকে এম শিবলী রহমান, কালকিনি থানার ওসি মো. শামীম হোসেন, বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, শিক্ষক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অষ্টগ্রামে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সমন্বর প্রতিবেদক: অষ্টগ্রাম উপজেলা সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে গত ৬ জুলাই ২০২২, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টগ্রাম উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সহযোগিতায় টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শহীদুল ইসলাম জেমস্, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. হারুণ অর রশীদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডা. মো. আদনান আক্তার, অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মুর্শেদ জামান (বিপিএম), তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন কাইডস্ নির্বাহী পরিচালক ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সাংবাদিক শাহ মো. সারওয়ার জাহান। প্রশিক্ষণে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ছাড়াও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উন্মুক্ত আলোচনায় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মানিক কুমার দেব ও লতিফা হক রত্না, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আহসানুল জাহিদ, কৃষি অফিসার মো. আব্দুল মতিন, ১ নং দেওঘর ইউ পি চেয়ারম্যান মোহ আক্তার হোসেন, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. আবুল কাশেম, খয়েরপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। অংশগ্রণকারী গণ তামাক বিরোধী কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন ।

প্রশিক্ষণ শেষে একই দিন বিকেলে অষ্টগ্রাম বাজারের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কে টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. হারুন অর রশীদ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কতা না থাকায় এক ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড প্রদান করেন। তিনটি দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন অপসারণ করে দোকানের মালিককে বিশেষ সতর্কীকরণ: করা হয়।

মধুপুরে তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ২ আগস্ট ২০২২, টাঙ্গাইলের মধুপুরে তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ হল রুমে উপজেলা প্রশাসন এ কর্মশালার আয়োজন করে। মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীমা ইয়াসমীন এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মধুপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ছরোয়ার আলম খান আবু, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডা. মুহাম্মদ সায়েদুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান শরীফ আহমদ নাসির, যষ্ঠিনা নকরেক, মির্জা বাড়ি ইউপি

চেয়ারম্যান সাদিকুল ইসলাম সাদিক, শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বজলুর রশিদ খান চুন্নু, মধুপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাবিবুর রহমান, সমাজসেবা কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন প্রমুখ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মধুপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. জাকির হোসাইন। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আল মামুন রাসেল, মধুপুর চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা খান বাবলু, সাধারণ সম্পাদক কাজী মোতালেব হোসেন, মধুপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাজ আলী, মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. হেলাল উদ্দিনসহ সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সৌজন্যে: জাগ্রতবাংলা, মধুপুর (টাঙ্গাইল)

স্থানীয় সরকার গাইডলাইন বাস্তবায়নে কর্মশালা

সমন্বয় প্রতিবেদক: স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। খুলনার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো লাইসেন্সিং, তামাক বিরোধী সচেতনতা, আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট, বিজ্ঞাপন অপসারণের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২, তারিখ রবিবার খুলনা বিভাগের সকল জেলা সদর থেকে আগত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মেয়র ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের জেলার সক্রিয় সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে কর্মশালায় এ তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এইড ফাউন্ডেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সিয়াম ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সম্মিলিত উদ্যোগে এবং দি ইউনিয়ন এর আর্থিক সহযোগিতায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক এর সার্বিক সমন্বয়ে এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব) জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর সমন্বয়কারী জনাব হোসেন আলী খোন্দকার। নির্বাহী পরিচালক সিয়াম, খুলনা এর জনাব অ্যাডভোকেট মাসুম বিল্লাহ এর সঞ্চালনায় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা। সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক জনাব এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন।

পিরোজপুর পৌরসভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সভা

গত ২ আগস্ট ২০২২, পিরোজপুর পৌরসভা মিলনায়তনে স্থানীয় সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নির্দেশনা ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য

একটি যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র মো. আব্দুল হাই, মো. রফিকুল ইসলাম পান্না নির্বাহী পরিচালক পিডিএফ পিরোজপুর এবং অনুষ্ঠানে সার্বিক আলোচনা করেন মো. মনিরুজ্জামান ডেপুটি ডিরেক্টর গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি। **সৌজন্যে : মানিকগঞ্জ বার্তা**

নলছিটিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা সভা

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ২৩ জুলাই ২০২২, ঝালকাঠির নলছিটিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এবং তামাক

নিয়ন্ত্রণ আইন (২০০৫) প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ বিষয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র সমূহের প্রতিনিধিদের সাথে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি ও নলছিটি মডেল সোসাইটির যৌথ আয়োজনে নলছিটি চায়না মাঠ সড়ক এন এম এস এর সভা কক্ষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. খলিলুর রহমান মৃধার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর এম ও) মো. রাসেল ঢালী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নলছিটি পৌরসভার প্যানেল মেয়র আব্দুল্লাহ আল মামুন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য মাহমুদ আলম জমাদ্দার। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নলছিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জলিলুর রহমান আকন্দ, সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খাইরুল বাসার রানা,নান্দিকাঠি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইকরামুল করিম মিঠু মিয়া, নলছিটি প্লেস ক্লাব এর সহ সভাপতি মো. ইউসুফ আলী তালুকদার, নলছিটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর সৈয়দা মাহফুজা বেগম, নলছিটি পৌরসভার কাউন্সিল ও নলছিটি তামাক নিয়ন্ত্রণ সমাজ উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মো. ফিরোজ আলম খান, সরকারি নলছিটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি প্রভাষক মল্লিক মনিরুজ্জামান, মিতু সেতু এন্ড চ্যারিটাবল সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক মো. নুরুজ্জামান আকন ও গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থার সম্পাদক মুকুল পারভীন প্রমুখ।

বক্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগে কার্যকরী পদক্ষেপ সহ তামাকজাত দ্রব্যের নানা ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন। এসময়ে তারা সরকার ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনে সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক নলছিটি উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মো. আমির হোসেন।

সৌজন্যে : নলছিটি প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামকে তামাকমুক্ত করতে জেলা প্রশাসনের কর্মশালা

সমন্বর প্রতিবেদক: কুড়িগ্রাম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক এক কর্মশালা গত ২২ আগস্ট ২০২২, কুড়িগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়।

সিভিল সার্জন ডা. মঞ্জুর- ই মুর্শেদ এর সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসন আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিনহাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রুহুল আমিন ও কুড়িগ্রাম পৌরসভার মেয়র কাজিউল ইসলাম। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন সলিডারিটির নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ লাল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আবু জাফর, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক ফারুক প্রমুখ। **সৈজন্যে : উলিপুর.কম**

ধূমপান ও তামাক বিরোধী মতবিনিময় সভা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, কিশোরগঞ্জ ও জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতির যৌথ আয়োজনে সমকাল কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক অফিসে একটি আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোরগঞ্জ সমকালের নিজস্ব প্রতিবেদক সাইফুল হক মোল্লা দুলুর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জের পৌর মেয়র মাহমুদ পারভেজ। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রজেক্ট ম্যানেজার নাটাব মো. ফিরোজ আহম্মেদ।

এ ছাড়া সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ওবায়দুল হক, পৌর কাউন্সিলর মো. সাইফুল ইসলাম, নারী কাউন্সিলর মুনতাহা আক্তার শাওন, সংস্কৃতি কর্মী আবিদ হাসান মোল্লা ইফাত, কাইডসের নির্বাহী পরিচালক সারোয়ার জাহান, সাংবাদিক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

মূল আলোচক হিসেবে ফিরোজ আহম্মেদ তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণের গাইডলাইন বাস্তবায়নে পৌর মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পৌর মেয়র মাহমুদ পারভেজ গাইডলাইন বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে বলেন, কিশোরগঞ্জ পৌর এলাকায় শতভাগ তামাক বিক্রয় কেন্দ্রকে লাইসেন্সের আওতায় আনা হবে এবং লাইসেন্সের বাইরে সিগারেট বিক্রি বন্ধ করার নিশ্চয়তা দিয়ে সভায় উপস্থিত সবাইকে আশ্বস্ত করেন। **সৌজন্যে: সমকাল**

টাঙ্গাইলে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ৮ আগস্ট ২০২২, টাঙ্গাইল সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের পাশে এবং সেবা টাওয়ারের পাশে তামাকের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে বিজ্ঞ

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাবরিন আক্তারের নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে ৩ জন দোকানদারকে ৬০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং পরবর্তীতে বিজ্ঞাপন দিলে জরিমানা দ্বিগুণসহ জেল দেওয়ার কথা বলা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শাহেদা বেগম, ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান এবং টাঙ্গাইল জেলা পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান ।

গত ৩ আগষ্ট ২০২২, তারিখে টাঙ্গাইল আশেকপুর বাইপাস রোডে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেনের নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে

তামাকের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ১ জন দোকানদারকে ১০০০ হাজার এবং আরেক জন দোকানদারকে ৪০০ টাকা মোট ১৪০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ছোট ছোট দোকানদারদের সচেতন করা হয়। মোবাইল কোর্টে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শাহেদা বেগম, ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজানসহ দুজন এবং জেলা পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

পিরোজপুরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ২ জুলাই ২০২২, পিরোজপুরে গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, পিডিএফ পিরোজপুর ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তামাক ও তামাকজাত পণ্যের প্রচার ও প্রচারণা বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা

হয়। উক্ত অভিযান পরিচালনা করেন মো. কফিল উদ্দিন মাহামুদ নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট পিরোজপুর, এসময়ে জাপান টোব্যাকো এবং বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির ডিপোর, প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়, এবং সকল প্রচার ও প্রচারণা সামগ্রী জব্দ করে, পুড়িয়ে ফেলা হয়।

খুলনা জেলা প্রশাসনকে অভিনন্দন

সমন্বর প্রতিবেদক: সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার মহোদয়ের নির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব পুলক কুমার মন্ডল মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার আওতাধীন ১১ মোল্লা বাড়ী বাই লেন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জনাব ইসমত জাহান তুহিন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার, খুলনা।

এসময় 'ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের এজেন্টের ২জন প্রতিনিধিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও প্রত্যেককে একমাস করে কারাদন্ড এবং ৪ জনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ধরণের কর্মকান্ড 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' এর ৫ ধারার বিধান মোতাবেক অপরাধ হওয়ায় যথাযথ প্রসিকিউশনের ভিত্তিতে আভিযোগ আমলে নেওয়া হয়। অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয় এবং অভিযোগ গঠনপূর্বক আসামির দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জেল জরিমানা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৯ জন ছাত্রকে তাদের অভিভাবকদের মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

যশোরে তামাক বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

সমন্বর প্রতিবেদক: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৫ আগস্ট ২০২২, যশোর সদর জেলার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে অবস্থিত তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে তামাক বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যশোরের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মো: তমিজুল ইসলাম খান মহোদয়ের নির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কাজী মো. সায়েমুজ্জামান মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর সদর থানার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসন, যশোরের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, মো. আবু নাছির ও সৈয়দা তামান্না হোরায়রা। এসময় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫'ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ৫ এবং ১০ ধারা বিধান লঙ্ঘনের দায়ে, বিধান মোতাবেক ৬ ব্যক্তিকে আইন লঙ্ঘন করে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা ও তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী না থাকার অপরাধে নগদ ৪,২০০/-(চার হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা করা হয় এবং সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসরণ করা হয়। মোবাইল কোর্টে সহযোগিতা করেন যশোর জেলা পুলিশ লাইনের সাব-ইনেসপেক্টর, কবিরুল এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত প্রতিষ্ঠান এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক ব্যানার পুন:স্থাপন

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগী সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় ও ছবি সংবলিত ব্যনার স্থাপন করা হয়। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় যশোরের প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা (পিযেএস), পোফ, চুয়াডাঙ্গার আলফাডাঙ্গায় আলোর ছোঁয়া, নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় প্রজন্ম মানবিক অধিকার কেন্দ্র, রংপুরের তারাগঞ্জে গণপল্লী সংস্থা, ঠাকুরগাঁও জেলায় এসো জীবন গড়ি, সিরাজগঞ্জের ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড পিপলসহ (ডিডিপি) আরও অন্যান্য সংগঠনের উদ্যেগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের আহবান জানিয়ে ব্যানার পুন:স্থাপন করা হয় ।

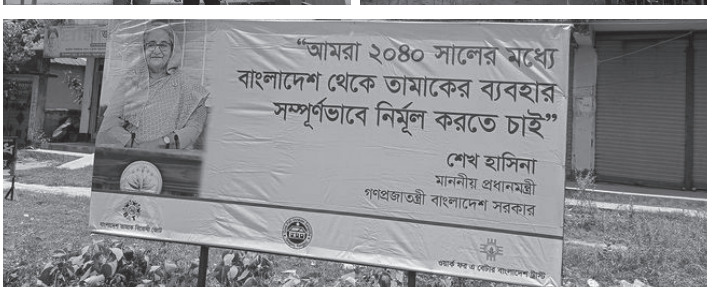

তামাক শিল্প ও বাণিজ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বাংলাদেশের মোট মৃত্যুর শতকরা ৬৭ ভাগ ঘটে থাকে অসংক্রামক রোগের কারণে। আর এ মৃত্যুর মিছিলকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে মানুষের তামাক ব্যবহারের এই অভ্যাস ও তামাক কোম্পানির দিন দিন তামাক সেবনকারী বাড়ানোর আগ্রাসী ভূমিকার কারনে এবং সিগারেটসহ অন্যসব তামাক পণ্যের সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন প্রচার করে তরুণ প্রজন্মকে অকৃষ্ট করার কারনে। তামাক সেবনজনিত কারনে সৃষ্ট রোগে ভুগে বিংশ মতাব্দতে ১০ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল যা একবিংশ শতাব্দীতে বেড়ে ১০০ কোটিতে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০ সালে প্রকাশিত এক গবেষনা তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার জনিত মৃত্যু ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল যা ঐ বছরে মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ১৩.৫ ভাগ। ঐ গবেষণায় আরো দেখা যায় যে , ঐ সময়কালে ১৫ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট রোগে ভুগছিল আর ৬১ হাজার শিশু তাদের আশেপাশের মানুষের সিটারেটের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে ভুগছিল। তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও রোগ ভোগের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ৩০, ৫৬০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল যা জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা ১.৪ ভাগ। তামাক সেবন করে মানুষ অসুস্থ হয়ে তার নিজের পরিবারকে ও দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতি করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, এক বছরে তামাক ব্যবহানজনিত কারণে রোগের চিকিৎসা বাবদ মোট এদেশের মানুষ ৮,৩৯০ কোটি টাকা খরচ করে যার শতকরা ৭৬ ভাগ রোগীর পরিবার বহণ করে বাকীটা শতকরা ২৪ ভাগ খরচ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের বাজেট থেকে খরচ মেটানো হয়। তামাক সেবন জনিত কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায় সরকার ২০১৮ -১৯ অর্থবছরে তার স্বাস্থ্য বাজেটের শতকরা ৯ ভাগ তামাক ব্যবহারজনিত কারনে রোগের চিকিৎসা বাবদ খরচ খরতে বাধ্য হয়। তামাক সেবন ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্র সম্পর্কিত রোগসহ প্রায় সব ধরণের অসংক্রামক রোগের মূল কারণ ।

২০১৭ সালের গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভেও তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এখনও বাংলাদেশের ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সের মানুষদের শতকরা ৩৫.৩ ভাগ তামাকজাত দ্রব্য (সিগারেট, জর্দ্দ, গুল) ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এত বেশি মানুষের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার এবং তামাকের কারণে এত বড় সংখ্যার মানুষের মৃত্যু ও অর্থনৈতিক ক্ষতি ঠেকাতে এখনই প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ। যদিও ২০০৫ সালে তামাকজাত দ্রব্য বিজ্ঞাপন ও ও প্রচারণা বন্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রণয়ন করা হযেছে কন্তু তামাক পণ্য ব্যবহার দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে যার ফলে সমগ্র জাতির সুস্বাস্থ্য রক্ষা করাটা এক ভয়াবহ ঝুঁকির সম্মুখীন। তামাকজাত দ্রব্য সেবনের এই ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যই গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সারের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেল (এনটিসিটিসি) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এনজিওদের কার্যক্রম সমন্বয় করে জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ইতিমধ্যেই তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত ৬ টি অত্যন্ত কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হলো তামাকজাত পণ্য ব্যবহার মনিটরিং করা ও এর ব্যবহার প্রতিরোধে নীতিমালা তৈরী করা, মানুষদের সিগারেটের ও তামাকের ধোঁয়া থেকে রক্ষা করা, তামাক ব্যবহারের ভয়াবহতা ও ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাইকে সতর্কবাণী পৌছানো , তামাক পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিও জন্য প্রচার-প্রচারণা- বিজ্ঞাপন-উৎসাহ বন্ধ করা এবং তামাক পণ্যের উপর ক্রমবর্ধমানহারে করারোপ করা ।

অতি সম্প্রতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকা (৬.১.২ ধারা) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানি ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভুক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করা। পৌরসভা ও সিটি কর্পেরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণা দায়িত্ব বলে বর্ণণা করা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত ক্রয় বিক্রয় হবে তার জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের কথা এই নির্দেশিকার ৮.১ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ৮.৫ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের আশপাশ ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালযের এই মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের হার কমে গিয়ে মানুষ সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন নিয়ে বাঁচার সুযোগ পেত ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি পৌরসভা কতৃক তার এলাকায় প্রতিটি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের দোকানগুলোকে তামাক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স নেয়া একাট বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে পরিগণিত হতো যার ফলে প্রতিটি পৌরসভা কতৃক বার্ষিক ৩-৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হতো যার ফলে প্রতিটি পৌরসভা অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হবার পথ আরও সুগম হতো। আর এর ফলস্রুতিতে পৌরসভার নিজেদের কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দিতে অধিকতর সহায়ক হতো। কারণ অর্থনৈতকভাবে দূর্বল পৌরসভাগুলোকে অর্থাৎ যে সকল পৌরসভার স্থানীয় রাজস্ব আয় কম তাদের প্রয়শই এই বলেই সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় যে যে সকল পৌরসভা নিজের আদায়কৃত স্থানীয় রাজস্ব আয় দিয়ে তাদের কর্মচারীদের কেতন দিতে না পারবে তাদের পৌরসভার মর্যাদা বাতিল করে পুণরায় ইউনিয়ন পরিষদ হওয়া উচিত। তাই পৌরসভাগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অভ্যন্তরীন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তামাকজাত পণ্যের পাশাপাশি প্লাস্টিকের বোতলে কোমল পানীয় বিক্রয়ের দোকানগুলোর ওপর পৌরকর আরোপ করে সফলভাবে আদায় নিশ্চিত করা। কিন্তু তামাক কোম্পানির দৌরাত্মের কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে এবং তামাকের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সকল কৌশল তারা জোরদার করে চলেছে । যার ফলে আগামী দিনগুলোতে আরও লাখ লাখ মানুষ তার জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ হবে এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট রোগ যেমন: ক্যান্সার, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, উচ্চ রক্তচাপ এসব কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।..... *শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

নীতি সুরক্ষায় তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার জরুরি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে।

তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করলেও তামাক কোম্পানিগুলো সারাদেশে বিভিন্ন উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচির আড়ালে নানা উপায়ে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। যা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত রাষ্ট্রের আইনের চরম লংঘন। উল্লেখ্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৫ এর (৩) ধারায় সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট কর্তৃক সংগৃহীত "তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ" সংক্রান্ত তথ্যে দেখা গেছে, নিরাপদ পানির প্লান্ট স্থাপন, সামাজিক বনায়ন, বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি উদযাপন, কোভিড ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা, খেলা স্পন্সর, নারী দিবস, পানি দিবসসহ নানা দিবস ভিত্তিক কর্মসূচি পালন, প্রভৃতি কর্মকান্ডের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো সর্বদা মিডিয়াতে থাকার প্রতিযোগিতায় মেতেছে। এসকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে তামাক সেবন করিয়ে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার বিষয়টি আড়াল করা।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, তামাক কোম্পানিগুলোর নিত্য নতুন কৌশলের মাধ্যমে সরকারের সুদৃষ্টি পাওয়ার চেষ্টায় বিভিন্নভাবে সচেষ্ট। যার মধ্যে অন্যতম বিড়ি মালিকদের সরকারের পক্ষে ভোট চাওয়া, দোয়া মাহফিল আয়োজন ইত্যাদি। তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও কর বৃদ্ধির প্রাক্কালে তামাকের উপর কর না বাড়ানোর দাবীতে সমাবেশ, মানববন্ধন, মহাসমাবেশ আয়োজন চলমান ছিলো। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো এবং গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার। ইদানিং বেসরকারী সংস্থাগুলোকে ফ্রন্ট গ্রুপ হিসেবে ব্যবহার করে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের সাথে থেকে অনুষ্ঠান আয়োজনের চেষ্টা করছে তামাক কোম্পানিগুলো।

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকার পরও বিগত কয়েক বছরে নতুন নতুন তামাক কারখানা স্থাপন এবং তামাক কোম্পানিকে বিনিয়োগ বোর্ড এর মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা প্রদান সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। অতি সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের আরো কিছু নজির উঠে এসেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "নাটক সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর দাবী", "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" স্থগিত করণের প্রচেষ্টা।

সম্প্রতি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রচেষ্টায়ও নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে কোম্পানিগুলো। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছেনা বলে তামাক ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছে। অথচ ১৪ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত সকলের মতামত গ্রহণের জন্য সরকার জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে আইনটি প্রদান করেছিলো। এর পূর্ববর্তী সময়েও দেশে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বাধাঁগ্রস্ত করতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে অর্জনকে ধরে রাখতে হলে সহায়ক নীতিগুলো সুরক্ষায় অর্থাৎ তামাক কোম্পানির প্রভাব মুক্ত রাখায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ক্ষতিকর তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। যার বহু প্রকৃত উদাহরণ আমাদের দেশেও রয়েছে। অল্প কিছুদিন পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরষ্কার থেকে তামাক কোম্পানিকে মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি বাদ দিয়েছে। প্রণয়ন করা হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি। যা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং প্রশংসার দাবীদার।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণকে আরো অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং কোম্পানিগুলোকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। সুতরাং এক্ষেত্রে এফসিটিসি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ রাষ্ট্রীয় আইন বা কোড অব কন্ডাক্টের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অতি দ্রুত তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের পাশাপাশি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশসমুহ- (১) ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল(এফসিটিসি)এর আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সুপারিশ সমুহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ। (২) সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ বিষয়ে আচরণ বিধি প্রণয়ন।(৩) রাষ্ট্রে প্রচলিত যে সকল আইন তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এগুলো প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন ও যুগোপযোগী করা।(৪) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন এবং সংশোধনের মাধ্যমে শক্তিশালীকরণ।(৫) পাঠ্যপুস্তকে তামাকে অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। (৬) তামাক কর ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং তামাক কর নীতি প্রণয়ন।(৭) সকল ধরণের রাষ্ট্রীয় পুরষ্কার থেকে তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দেওয়া।(৮) সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোকে পর্যবেক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা।

লেখক : সৈয়দা অনন্যা রহমান, হেড অব প্রোগ্রামস (স্বাস্থ্য অধিকার বিভাগ), ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

তরুণ সমাজের নতুন হুমকী ই- সিগারেট বন্ধের সম্ভাব্য উপায়

এসময় 'ব্রিটিশ তরুণ প্রজন্মকে নেশায় আসক্ত করতে হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট একটি নতুন অস্ত্র। সাধারণ সিগারেটের বিকল্প হিসেবে এই ইলেক্ট্রনিক সিগারেট বাজারজাত করা হলেও এটি আসলে একটি নেশা সৃষ্টিকারী পণ্য। এটি ইলেক্ট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেমস (ইএনডিএস) হিসেবেও পরিচিত। ই-সিগারেটের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট যে নামেই অবহিত করা হোক না কেন, এ ধরণের পণ্যকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। জাপানে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ই-সিগারেট সাধারণ সিগারেটের চেয়ে ১০ গুণ বেশি ক্ষতিকারক।

হংকং কাউন্সিল অন স্মোকিং অ্যান্ড হেলথের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ই-সিগারেটে যে উপাদানগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন সেলের বিকল করাসহ ক্যান্সার হতে সাহায্য করে। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণের মধ্যে থাকে প্রোপেলিন গ্লাইসল, গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্লাইসল, নানাবিধ ফ্লেভার ও নিকোটিন। গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাসায়নিকগুলো থেকে সাধারণ সিগারেটের ধোঁয়ার সমপরিমাণ ফরমালডিহাইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমন ক্ষতি সাধারণ সিগারেটেও হয় না বলে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালোফোর্নিয়ার অধ্যাপক বেনোউইটজ। এ ছাড়া ই-সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে অতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক কণা, যা মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

এর থেকে গলা-মুখ জ্বালা, বমি ভাব এবং ক্রনিক কাশি দেখা দিতে পারে। ই-সিগারেটের মধ্যে থাকা উত্তপ্ত গ্লিসারিন থেকে গঠিত একরোলিন খুব দ্রুত ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ব্যবহারকারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। ই-সিগারেটে থাকা প্রোপাইলিন গ্লাইকোল কৃত্রিম ধোঁয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এটি ফুসফুস ও চোখে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং এটি ফুসফুসের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী। যেমন অ্যাজমা ও এমপাইসিমা। এ ছাড়া ই-সিগারেটে এরোসোল থাকে, যেটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এটি শরীরে শিরাগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত তো করেই, পাশাপাশি শরীরে বিভিন্ন ধরণের প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে। ই-সিগারেটের এরোসোলের ভেতরে বিভিন্ন ধরণের বিষাক্ত বা টক্সিক ধাতু পাওয়া গেছে। যেমন টিন, নিকেল, ক্যাডিয়াম, লেড ও মারকারি।

তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার

তামাক কোম্পানিগুলো ক্ষতি কমানো ও ধূমপান ত্যাগের উপকরণ হিসেবে হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেটকে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। অথচ এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং প্রায় ৮, ০০০ বিভিন্ন স্বাদ যেমন ফল, সফট ড্রিংকস, চকোলেট, পুদিনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ফ্লেভারে ই-সিগারেটগুলো 'স্বাস্থ্যকর এবং ট্রেন্ডি পণ্য' হিসাবে বাজারজাত করা হয়, যা মূলত কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে এবং নেশায় আকৃষ্ট করে। মূলত এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিনির্ধারকদের বিভ্রান্ত করা এবং তরুণদের এই নতুন নেশার পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহী করা।

আন্তর্জাতিক সংস্থা দি ইউনিয়ন 'ইউনিয়ন পজিশন পেপার অন ই-সিগারেটস অ্যান্ড এইচটিপি সেলস ইন এলএমআইসিএস' শীর্ষক একটি পজিশন পেপার প্রকাশ করেছে। পজিশন পেপারে দি ইউনিয়ন উল্লেখ করেছে, ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মূল টার্গেট হলো তরুণ প্রজন্ম। গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভেতে তরুণদের ই-সিগারেটে ঝুঁকে পরার তথ্য উঠে এসেছে। সিগারেট ছাড়তে ই-সিগারেটের ব্যবহার পারতপক্ষে সিগারেট ছাড়তে সাহায্য তো করছেই না; বরং স্মোকাররা সিগারেট ও ই-সিগারেট দুটিতেই আসক্ত হয়ে পড়ছে। দি ইউনিয়ন অবিলম্বের ই-সিগারেট নিষিদ্ধের সুপারিশ করেছে। আমেরিকার সারজেন জেনারেল কর্তৃক গবেষণায় দেখা যায়, ১৮-২৪ বছরের তরুণদের মধ্যে ই-সিগারেটের ব্যবহার ২০১৩ থেকে ২০১৪ সালে দ্বিগুণ হারে বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে মাত্র ০.০২ শতাংশেরও কম মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে ধূমপান ছাড়তে পেরেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ই-সিগারেট

যুক্তরাষ্ট্রে ছয়জনের মৃত্যু আর অনেকের ফুসফুসের জটিলতা ধরা পড়ার পর ভেপিং বা ই-সিগারেট ব্যবহারের ক্ষতির দিকটি আলোচনায় আসে এবং পরে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং ইতিমধ্যে ৪২ দেশ তাদের দেশে ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরও ৫৬ দেশ ই-সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। পাশাপশি আরও অনেক দেশ তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রদেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে ই-সিগারেটের বর্তমান অবস্থা

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষণা সেল টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেলের (টিসিআরসি) গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে তরুণদের আকৃষ্ট করতে ই-সিগারেট দোকানগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক গড়ে তোলা হয়েছে। তরুণদের আকৃষ্ট করতে তারা অবৈধভাবে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞাপন তৈরি করছে। ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এ ছাড়া তারা তাদের নিজস্ব কিছু চিকিৎসকের মাধ্যমেও যারা ধূমপান ছাড়তে চায়, তাদের প্রচলিত সিগারেটের বদলে ই-সিগারেট ব্যবহারে উৎসাহিত করছে।

আইনি সীমাবদ্ধতা

টিসিআরসির একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ই-সিগারেট নিয়ে স্পষ্ট কোনো আইন না থাকায় অহরহ-যত্রতত্র ই-সিগারেট বাংলাদেশে আমদানি ও বিক্রয় করা হচ্ছে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে। শুধু দোকান কিংবা মার্কেটেই নয়, ই-সিগারেট বিক্রয় হচ্ছে অনলাইন মার্কেটগুলোতেও।

বর্তমানে ০.২ শতাংশ মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করলেও খুব শিঘ্রই যে এই সংখ্যাটি বেড়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে ৬৬.২ শতাংশ ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেয়ার কথা ভেবেছেন; কিন্তু তামাক কোম্পানি অপকৌশলের মাধ্যমে তাদের আবার ই-সিগারেটে আসক্ত করার চেষ্টা করছে। তাই এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২০১৮ সালের আগে বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি সংক্রান্ত কোনো আইন, নির্দেশনা বা নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

সুপারিশ

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের তামাকজাত দ্রব্যের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে, তার মাধ্যমে ই-সিগারেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ ছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের মাধ্যমেও মাদক (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ধারা ৫ অনুযায়ী ই-সিগারেট আমদানি ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে ই-সিগারেট খুব বেশি পরিচিত না হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে ই-সিগারেট খুব বেশি পরিচিত না হলেও বর্তমানে সিগারেট কোম্পানিগুলো তরুণদের মাঝে ই-সিগারেটের ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ফ্লেভারে এবং বিভিন্ন কৌশলে ই-সিগারেটের প্রচারণা চালাচ্ছে, যা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

এ লক্ষ্যে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে সংশোধনে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তাই খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে রক্ষায় এখনই ই-সিগারেট বন্ধ করা উচিত।

লেখক: ফারহানা জামান লিজা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ, কোম্পানির অপকৌশল

তামাক জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি ক্ষতিকর পণ্য। এটি নিয়ে বিতর্ক করার অবকাশ নেই। প্রধানমন্ত্রীর '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য যখনই কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; তখনই তামাক কোম্পানির গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন ধরণের অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। সরকার ও নীতিনির্ধারকদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য নানা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রচেষ্টা থাকে গণমাধ্যমে তাদের অনুগত কিছু সংখ্যক সংবাদকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা। এর মাধ্যমে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ ও পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নেতিবাচক জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে। আইন সংশোধনী প্রস্তবনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তারা জোরেশোরে কয়েকটি বিষয়ে আওয়াজ তুলছে। এর মধ্যে একটি, স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ না করে মন্ত্রণালয় আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। এই বাদ পড়া স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে তামাক কোম্পানি ও তাদের মদদপুষ্ট তথাকথিত তামাক বিরোধী সংগঠন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। জনস্বাস্থ্যকে রক্ষার স্বার্থেই দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি প্রণয়ন হয়েছে এবং সময়ের দাবীতে সেটা সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। তামাক কোম্পানি একইরকমভাবে প্রত্যক্ষভাবে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় ক্ষতির কারণ।

সেক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং তামাক কোম্পানির ব্যবহারিক অবস্থান একে অপরের বিপরীতে। উভয়ের স্বার্থ রক্ষাও বিপরীতমুখী। সেখানে কোন যুক্তিবলে তামাক কোম্পানি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রস্তবনায় স্টেকহোল্ডার হিসাবে বিবেচিত হবে? তাদের স্টেকহোল্ডার হিসাবে বিবেচিত হবার ন্যুনতম কোন যৌক্তিক কারণ নেই। অন্তত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্যোগের সাথে।

ব্যাপারটি অনেকটা এমন, চুরি প্রতিরোধে মহল্লায় সভা আহ্বান করা হয়েছে। সেই সভায় মহল্লার সবাই উপস্থিত, মহল্লায় বসবাসকারী চোরও উপস্থিত। সবাই চুরি প্রতিরোধের জন্য নানা পরিকল্পনা উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় চুড়ান্ত। তখন সভায় উপস্থিত চোরের প্রতিনিধি গলা উঁচু করে বলছে, 'আপনারা তো সব পথই বন্ধ করে ফেলছেন, একটা পথ তো খুলে রাখুন যাতে আমরা চুরি করাটা অব্যাহত রাখতে পারি।'

তামাক কোম্পানির আবদারটাও আইন সংশোধনীর ক্ষেত্রে এমন; ওনাদেরকে স্টেকহোল্ডার বিবেচনায় নিয়ে কথা শুনতে হবে। তারা প্রস্তাবিত আইনের সংশোধনীর বিভিন্ন ধারা বিরোধিতা করে প্রস্তাবনা দেওয়ার সুযোগ চায়। যাতে জনস্বাস্থ্য ক্ষতি করার জন্য তাদের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়, তাদের জনস্বাস্থ্য ক্ষতির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত আইন সংশোধনের মাধ্যমে সেটা বাধাগ্রস্ত না হয়!

কী চমৎকার আব্দার তামাক কোম্পানির! এই আব্দারকে ন্যায্যতা দেবার জন্য একপক্ষ নির্লজ্জভাবে তামাক কোম্পানির পক্ষে কাজ করছে দেশের জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়ে। এটা তামাক কোম্পানির চরম দুঃসাহস। এভাবেই তারা প্রতিনিয়ত এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ ভঙ্গ করে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কাজের জন্য তারা কিছু অনুগত সঙ্গী-সাথীও জোগাড় করেছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে।

বাংলাদেশ এফসিটিসি'তে অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ। সেই অবস্থান থেকে উল্লেখিত গাইডলাইন অনুসারে, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অথবা তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য যেকোন ধরনের কৌশলপত্র নির্ধারণে তামাক কোম্পানির মতামত দেবার নুন্যতম কোন সুযোগ নেই। তাদের মতামত গ্রহণ করা অর্থ, এফসিটিসি'র আর্টিক্যাল ৫.৩ এর ধারা ভঙ্গ করা। সঙ্গত কারণেই আমাদের সরকার সেটা করতে পারেনা।

অন্যদিকে তামাক কোম্পানির স্বার্থরক্ষাকারী তথাকথিত তামাক বিরোধী কতিপয় সংগঠন কোম্পানির সাথে সুর মিলিয়ে প্রস্তাবিত আইন সংশোধনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য অযৌক্তিক বিতর্ক উপস্থাপন করছে। তামাক কোম্পানির পয়সায় লালিত-পালিত এই সমস্ত সংগঠন তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করার কথা বলে মূলত তামাক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করে। এমন শুধু বাংলাদেশেই নয়; সারাবিশ্বব্যাপী কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং প্রকৃত অর্থে যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে তাদের কাজকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এধরণের সংগঠনের জন্ম তামাক কোম্পানিই দিয়ে থাকে।

সংশোধিত আইনের খসড়া প্রস্তবনায় লাইসেন্সিং ব্যবস্থা অর্ন্তভূক্ত হওয়াতে কোম্পানির গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এটা নতুন বিষয় নয়। 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা'তে লাইসেন্সিং ব্যবস্থাটি যখন যুক্ত করা হয় তখনই তাদের অপতৎপরতা শুরু হয় এটা বাতিলের জন্য।

তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম লক্ষ্য এর সহজপ্রাপ্যতা হ্রাস করা। তার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার কমিয়ে আনা। লাইসেন্সিং ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্য পূরণে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে সেটি ইতিমধ্যে প্রমাণিত। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে তামাক বিক্রেতারা লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করছে। খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, সাতক্ষীরাসহ মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর এর মতো বিভিন্ন পৌরসভা শুরু করেছে গত অর্থবছর থেকেই।

যারা লাইসেন্স গ্রহণ করেছে তারাই বৈধভাবে ব্যবসা করছে। একটি সংবাদপত্রে জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি'র সভাপতির মন্তব্য তুলে ধরেছে এই বিষয়ে তিনি বলছেন, কেরোসিন বা স্যালাইন বিক্রি করতে যদি পৃথক লাইসেন্স নিতে না হয় তাহলে তামাক বিক্রির জন্য আলাদা লাইসেন্স কেনো নিতে হবে?'

আপনারাই বলুন, কেরোসিন বা স্যালাইন কী জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর? সরকার কী এমন কোন পরিকল্পনা করেছে যে, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্যালাইন আর কেরোসিন মুক্ত করবে? না, এমন কোন ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করবে এই ঘোষণা বর্তমান সরকার প্রধান দিয়েছেন। আর সেটি বাস্তবায়নের জন্য এর ব্যবহার কমিয়ে আনা আবশ্যক। আর সেটার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ লাইসেন্সিং ব্যবস্থা।

প্রচার করা হচ্ছে, ১৫ লাখ নিম্ন আয়ের খুচরা বিক্রেতা আছে। এই তথ্যের কোন সঠিকতা নেই। বলা হচ্ছে, লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর হলে এদের জীবন-জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে। কী হাস্যকর যুক্তি! এদের বক্তব্য অনুসারে মনে হয়, বাংলাদেশে ফেরি করে বিক্রি করার একমাত্র পণ্য সিগারেট। এটা ব্যতীত ফেরি করে অন্য কোন পণ্য বিক্রি করে না।

তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেনা!! লাইসেন্সিং ব্যবস্থা গত একবছর ধরে চলমান। যারা দ্বৈত লাইসেন্স গ্রহণ না করে তামাক বিক্রি করা ছেড়ে দিয়েছে তাদের কারো জীবন-জীবিকাই বন্ধ হয়ে যায়নি। যেটা হয়েছে সেটা হলো ঐ এলাকাগুলিতে সিগারেট বিক্রি কমে গেছে।

আরে ভাই, সরকারের লক্ষ্যই তো তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি কমিয়ে আনা। সেজন্যই তো আইন করে এই বিক্রিকে কঠিন করে আনা হচ্ছে যাতে সিগারেট বা অন্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করতে বিক্রেতা নিরুৎসাহিত বোধ করে। সিগারেটের পরিবর্তে অন্য কিছু বিক্রি করা শুরু করে। তার জন্য তো আর পৃথক লাইসেন্স নেওয়ার কথা বলেনি সরকার।

একটি বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে সরকার এইখাত থেকে। কিন্তু এটা বলা হলো না, এই ৩০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে যেয়ে তামাক ব্যবহারের আর্থিক ক্ষতি বাবদ ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা সরকারকে ব্যয় করতে হয়েছে!

তামাক নিয়ন্ত্রণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর সংশোধনী এখন সময়ের দাবী। সেই দাবীর প্রতি সাড়া দিয়েই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুনভাবে আইনে যেসকল সংশোধনী প্রস্তাবনা যুক্ত করেছে তা অত্যন্ত যুগোপযোগী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে ইতিমধ্যে এই ধারাগুলি সংযুক্ত হয়েছে এবং তারা এর সুফল পাচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লক্ষ্য তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা না; জনস্বাস্থ্যকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। আর তামাক কোম্পানির লক্ষ্য তামাজাত দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা; চূড়ান্তভাবে যা জনস্বাস্থ্যকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। তামাক কোম্পানি তার অনুগতদের দিয়ে আইনের সংশোধন বিষয়ে যে নেতিবাচ প্রচারণা চালাচ্ছে তার উদ্দেশ্যই হলো আইনের নতুন ধারাগুলি যাতে যুক্ত না হয়। কারণ এই ধারাগুলি যুক্ত হলে তামাক কোম্পানির বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। লাইসেন্সিং ধারাটি তার মধ্যে অন্যতম। সেকারণে এই বিষয়টি নিয়ে তাদের বিরোধীতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

আমাদের আগামী প্রজন্মকে তামাকের সর্বনাশা ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নাগরিক দায়িত্ব তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীর প্রস্তবনাকে সমর্থন করা এবং তামাক কোম্পানির কূটকৌশলকে প্রতিহত করা।

লেখক: আবু নাসের অনীক, প্রকল্প কর্মকর্তা, এইড ফাউন্ডেশন

তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক ॥

২০ পৃষ্ঠার পর থেকে

অধিকন্তু লাখ লাখ যুবক সিগারেট সেবন দিয়ে নেশার জগতে হাতেখড়ি নিয়ে তারপর ইয়াবা, ড্যান্ডি, হেরোইন, আইস সেবনের পথ ধরে জীবনকে ব্যর্থ ও নি:শেষ করবে ।

উবিনিগের এক গবেষণা তথ্যে দেখা যায় যে বাংলাদেশে ২০১৬ সালে ৪৬, ৪৭২ একর জমিতে ৮৭, ৬২৮ টন তামাক পাতা উৎপাদন হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৮ -২০১৯ সালের কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি একর জমিতে ১.২২ টন ধান উৎপাদন হয়েছিল। তামাক চাষের ঐ ৪৬, ৪৭২ একর জমিতে ধান চাষ করলে দেশে আরও ৫৬,৬৯৫ টন ধান উৎপাদিত হতে পারত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফের এমআইসিএস ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী এখনও বাংলাদেশে শতকরা ২৮ ভাগ শিশু খাদ্যের অভাবে অপুষ্ট এবং বেড়ে উঠতে পারছে না ।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে এখনও ৬৯ কোটি মানুষ ক্ষুধায় কাতর থাকে যা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৮.৯ ভাগ। জাতিসংঘ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট কর্পোরেট ব্যবসার ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য ১০ টি মূলনীতিমালার কথা বলেছে। এই নীতিমালা ব্যবসায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছে। এই নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে যে, কর্পোরট ব্যবসাগুলোকে এমনভাবে ব্যবসা করতে হবে যাতে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে, শিশুশ্রম শোষণ না করে, পরিবেশের ক্ষতি না করে, নিজেদেরও ক্ষুদ্র স্বার্থে দূর্নীতির প্রসার না ঘটায়, অন্যদের ভয়- ভীতি না দেখায়, ঘুষ দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল না করে ইত্যাদি। বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবসা প্রসারে ও প্রচারে তামাক কোম্পানিগুলো যেভাবে কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই জাতিসংঘ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট কর্পোরেট ব্যবসা পরিচালনার মুলনীতি গুলোর নিরিখে নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সবাইকে সজাগ হতে হবে যাতে ক্ষমতাধর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিরীহ, ক্ষমতাহীন মানুষদের জীবন নিয়ে যাচ্ছে তাই বাণিজ্য করে, তামাকজনিত রোগে তাদেরও মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে টাকার জাহাজ নিয়ে দিন শেষে বৃটেন ,আমেরিকা, জাপান কিংবা সুইজারল্যান্ডে পাড়ি জমাতে না পারে ।

লেখক: এ কে এম মাকসুদ, নির্বাহী পরিচালক , গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমির্টি

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: 88-02-55016409, 01552-493518, ফ্যাক্স: 88-02-8629271, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd